টুয়েলফথ্ নাইট

[মহাকবি সেকস্‌পীয়র অবলম্বনে]

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ
নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট' বা **'দ্বাদশ রজনী'** মহাকবির রোমান্টিক কমেডীর শেষ নাটক। ট্রাজেডী আর ইতিহাসের গভীরে অবগাহন করবার পর তিনি এই নাটকে আবার ফিরে এলেন প্রেমের মিলন-মধুর উপাখ্যানে। এই প্রেম ও রঙ্গরসের উপাখ্যান দিয়েই শুরু হয়ে ছিল তাঁর যাত্রা, সেই যাত্রাপথে প্রেম আর রঙ্গরস হারিয়ে গিয়েছিল, তিনি মহানাটক সৃষ্টি করেছিলেন, নিয়তির লীলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রাপথে এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছিল কীর্ত্তির পিলপের পর পিলপে। সেই পিলপে তাঁর যাত্রাপথে ছড়িয়ে রইল, তিনি নিজের অতীত কীর্ত্তি ছাড়িয়ে চললেন, অবশেষে কীর্ত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে এসে পৌছলেন। কিন্তু সেদিনও বুঝি অতীতের রঙ্গরস তাঁর মন টানলো, তাই তিনি নিয়তিকে সরিয়ে রেখে, মহান নাটকের মহান পুরুষ আর কু-পুরুষদের বাদ দিয়ে রচনা করলেন এক নাটিকা। এই যে রসের ভিয়েন চড়ালেন, সে-ভিয়েনে রস ঘন হয়ে উঠল জ্বালে জ্বালে, আর সৃষ্টি হল অপূর্ব মিলনের কাব্য। আবার তার মধ্যে রঙ্গরসের ফোড়নটুকুও বাদ গেল না। তার উপরে দুর্জ্জ্ঞেয় নারী মনের পরিচয়ও দিলেন। যে মন যা বলে, তা করে না, যা বলে না, তাই করে। সবটাই তার মুখোস, ছদ্মবেশ। কিন্তু সে-ছদ্মবেশের আড়ালে আছে প্রেমের ফল্‌গুধারা। সে ধারার খোঁজ নিতে হলে ছদ্ম-বালির আস্তরণ খুঁড়তে হবে। সবাই তো খুঁড়তে পারে না, সবাই জানেও না! আবার দুর্জ্জ্ঞেয় নারী মনেও সময় সময় ক্ষীণ ধারায় বান ডাকে। সে প্রথম দর্শনে প্রেমে হাবুডুবু খায়। এই দুই ধারা নিয়েই নারী। আর সেই খানেই সে রহস্যময়ী। তাকে তাই একজন লেখক বলেছেন, সে রহস্যহীনা রহস্যময়ী—মিশরের স্ফিংকস্‌—অথচ তার গোপনতা নেই।

এই নারীরই পরিচয় দিয়েছেন মহাকবি।

প্রেমের তিনটি ধারা এ নাটকের উপজীব্য। একটিতে অর্শিনোর অলিভিয়ার প্রতি হতাশ ভালবাসা। সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদে এ ভালবাসার অমূল তরু গজায় —কিন্তু অপর পক্ষের বুকে সাড়া জাগে না। আর একদিকে আছে ভায়োলার অর্শিনোর প্রতি ভালবাসা। এ-ভালবাসায় হতাশা নেই—না পেলেও সে পূর্ণ হতে জানে। আবার অলিভিয়ার সিজারিয়োবেশী ভায়োলার প্রতি ভালবাসায়

সামন্ত আভিজাত্যের বাঁধ ভেঙে যায়—সে-ভালবাসা উত্তাল হয়ে উঠে। এই ত্রিধারা এসে মিশেছে এক সঙ্গমে।

সে-সঙ্গমকে মহা-সঙ্গম না বলি, তার ধারা যে প্রেম-পিপাসু নরনারীর প্রেমার্ত হৃদয়ে শান্তির জলধারার সিঞ্চন করবে একথা বলতে পারি।

আমাদের বাংলা ভাষায় এ নাটকের অনুবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ এমন মধুর উপাখ্যানকে কখনো রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। স্বর্গত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ একটি নাটকে এই উপাখ্যানটিকে রূপ দিয়েছিলেন। তিনি পরিবেশটিও বিদেশী করে নিয়েছিলেন; তবে সে বিদেশ ইউলিয়া নয়, আমাদের এশিয়া মহাদেশ। তিনি তাঁর মঞ্চ সফল আলিবাবার মতোই এতে অপেরায় মহান দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-নাটক অখ্যাত, নিস্ফল হয়েই আছে। আজও সে-নাটক গ্রন্থাবলীর পাতায় বিরাজ করছে। কেন না, মহাকবি নাটকের প্রাণকে এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। একথা এই জন্যই বলা হল যে, আজ দেশে সেক্সপীয়ার-সমিতি সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চে সফল করবার উদ্‌যোগ-আয়োজনও দেখতে পাচ্ছি। আজ এই কমেডীকে রূপ দিতে কেউ ব্রতী হলে তাঁকে মহাকবির প্রতিভার ছিটেফোঁটা নিয়েই কাজে ব্রতী হতে হবে। এখানে চাই বরিস্ পাস্তারনাকের মতো প্রতিভা। আমাদের দেশে এমনি প্রতিভা ছিলেন মাইকেল, ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দু'জনই কখনো অনুবাদে হাত দেন নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাঁর কিশোর বয়সে। অলমতি বিস্তরেণ।—

অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রীগণ

অর্শিনো	ইউলিরিয়ার ডিউক
সেবাস্তিয়ান	ভায়োলার ভ্রাতা
আন্তনিয়ো	এক জাহাজের কাপ্তেন, সেবাস্তিয়ানের বন্ধু
একজন কাপ্তেন	ভায়োলার বন্ধু
ভালেণ্টাইন, কিউরিয়ো	ডিউকের পারিষদদ্বয়
স্যার টবি বেলস্	অলিভিয়ার পিতৃব্য
স্যার আন্দ্রু আগুচেক	স্যার টবির বন্ধু, অলিভিয়ার পাণীপ্রার্থী
ম্যালভলিয়ো	অলিভিয়ার গৃহের তত্ত্বাবধায়ক
ফেবিয়ান, ফেস্তে ভাঁড়,	অলিভিয়ার অনুচর
অলিভিয়া	ধনাঢ্য ভূ-স্বামিনী
ভায়োলা	সেবাস্তিয়ানের ভগ্নী
মেরিয়া	অলিভিয়ার পরিচারিকা

সভাসদগণ, পাত্রী, লস্করগণ, রাজকর্মচারীগণ, গায়কদল, অনুচরগণ।

সংযোগস্থল—ইউলিরিয়া রাজ্যের এক নগরী, আর তারই সমুদ্রতীর।

প্রথম অঙ্ক

এক

সেই দ্রাক্ষাবনে ভরা ইতালী, সেই অলিভ-শ্যামলা মেয়ের দেশ ইতালী।

তবে ভিনিস নয়! সসাগরা ভিনিসের কাহিনী বহু শুনিয়েছেন মহাকবি!

সেখানকার রিয়ালটো আর পথঘাট তিনি তাঁর মনের রঙে এঁকে উপহার দিয়েছেন। হয়তো প্রকৃত ভিনিসের সঙ্গে মেলে নি, হয় তো ভৌগোলিক ভুল দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে ভিনিস সত্যকারের ভিনিসের চেয়েও সত্য হয়ে উঠেছে। কবি-মানসই তো সত্যকার ভিনিস, মূর ওথেলো আর দেসদিমনার ভিনিস, আন্তনিয়ো, ব্যাসানিয়ো আর শাইলকের ভিনিস।

আজ আবার ইতালীর ইউলিয়া রাজ্যকে কেন্দ্র করে মহাকবি তাঁর কাহিনী রচনা করলেন। এ-কাহিনী প্রণয়-মধুর—মহাকবির মিলনান্ত নাটকগুলির ভিতর সবার সেরা।

এটি রচিত হয়েছিল এফিফ্যানি উৎসবে। খৃষ্টের জন্ম হয় পঁচিশে ডিসেম্বর, আর তারপর বারো দিন ধরে এই এফিফ্যানি উৎসব চলে। সে যুগে সে উৎসবে নৃত্য-গীত-নাটকের অভিনয় হোত। এই নাটক মহাকবি সেই এফিফ্যানি উৎসবে অভিনয়ের জন্যই রচনা করেন। তাই এর নাম 'দ্বাদশ রজনী' বা 'বারোটি রাত্রি'।

এই বারোটি রাত্রির নাটকের আর একটি নামও আছে। এই নামই নাটকের প্রকৃত নাম। এই নামটি 'What you will'—যে যেমন

চায়। কিন্তু ভুল করে চাওয়া নয়! 'যাহা চাই তাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'র সুর এখানেও বেজে ওঠে। কিন্তু সে সুরে কস্তুরী-মৃগের ব্যাখ্যা নেই। সে সুরে আছে আনন্দের তান। সে চপল প্রজাপতির মতো রঙিন ডানা মেলে উড়ে চলেছে। আর আনন্দেই তার সমাপ্তিও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আজকের লঘু চপল কমেডী তো নয়। মহাকবির অমর লেখনীর স্বাক্ষর রয়ে গেছে এর ছত্রে ছত্রে, এর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে, মনস্তত্ত্বের গভীরতায় মহাকবির মহান কবিত্ব-শক্তি এখানেও পরিস্ফুট। তাইত ভায়োলাকে তিনি অমনি করে গড়তে পারলেন। ভায়োলা রঙে-রসের মধুর আধার হয়ে আজও অমর হয়ে আছে।

এবার কাহিনী শুরু হ'ল।

এক যে ছিল—বলেই তো কাহিনী শুরু করার রীতি।

এক যে ছিল এক রাজ্য।

কি তার নাম?

নাম ইউলিয়া।

সেখানে রাজত্ব করেন অর্সিনো নামে এক রাজা।

রাজা অর্সিনো অবিবাহিত। কিন্তু জীবনে তাঁর নারীর পদার্পণ ঘটেছে। তিনি এক রূপসীর আঁখির আখরে পড়েছেন প্রণয়ের লিপি।

কে সেই রূপসী?

তিনি অলিভিয়া।

কিন্তু অলিভিয়া ভ্রাতৃ-বিয়োগ বিধুরা। তাই তিনি এখন নিজেকে গৃহ-কোণে আবদ্ধ করে রেখেছেন। নির্জনে বসে ভাইয়ের জন্য শোক করছেন।

আর অর্সিনোর সঙ্গে দেখা হয় না। তাই প্রেমে বিষাদ দেখা দিয়েছে। অর্সিনো সেই বিষাদঘন মুহূর্ত্তগুলি যাপন করছেন। হা-হুতাশে, দীর্ঘশ্বাসে ভরে গেছে তাঁর প্রহর। মাঝে মাঝে তা' থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন, সঙ্গীতে মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন তিনি।

সেদিনও প্রাসাদে সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে গান শুনছিলেন অর্সিনো।
ন শুনতে শুনতে অর্সিনো বলে উঠলেন,

সঙ্গীত যদি প্রেমের মত হয়, তাহলে গাও গান। গানের তানে-লয়ে-
মন ভরে দাও—আমার প্রাণ ভরে উঠুক। মনে যেন সে সুর
বেদ আসে, সে যেন ছেয়ে দেয় মন। নদীর তীরে ফোটে ভায়োলেট
। সেই ভায়োলেট ফুলের গন্ধ যেমন বাতাস বহে নিয়ে আসে—
নি ঐ সুর চুপি চুপি আসুক, মন ভরে দিক!

গান চলতে লাগল, কিন্তু অর্সিনোর ভাল লাগল না। গানে যে
তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটু আগে, আর তা নেই। এখন
সুর আর পুষ্পগন্ধ ঘন হয়ে আসছে না, চোখের পাতায় বুলিয়ে দিয়ে
না প্রেমের মতো কোমল স্পর্শ। এখন তো আর নেই মাদকতা,
তিনি বলে উঠলেন,

থামাও—গান থামাও! তারপরে তিনি প্রেমের দেবতাকে উদ্দেশ
বলে উঠলেন,

হ দেবতা! তুমি কি চঞ্চল! সাগরের মতো সবাইকে বুকে টেনে
-তুমি দাও সবার বুকে প্রেম—কিন্তু প্রেমের বিচিত্র গতি তো তারা
 পারে না!

কিউরিয়ো অর্সিনোর সহচর, বয়স্য। প্রভুর মনোরঞ্জনই তার কাজ।
প্রভুর গান ভাল লাগছে না। তাই সে বললে, প্রভু, শিকারে
বন?

অর্সিনো শুধালেন—কি শিকার?

গের সন্ধান!

র্সিনোর মন জুড়ে আছেন সুন্দরী অলিভিয়া। তাই তিনি মৃগের
নেই বললেন,

থিবীর এক অতুলনীয় রূপসী মৃগনয়না আমার মন জুড়ে আছেন,
সন্ধানে আমার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অলিভিয়া যেদিন এসে
দিলেন, সেদিন যেন চারিদিক মধুময় হয়ে উঠল। আমি হলাম মৃগ,
। আমার কামনা শিকারী কুকুরের মত আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

এমন সময় ভ্যালেন্টাইন এসে প্রবেশ করল। সেও একজন বয়স্য। অর্সিনো তাকে দেখে বললো,

কি সংবাদ বল?

ভ্যালেন্টাইন ভগ্নদূত, সে নিয়ে এসেছে দুঃসংবাদ। তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,

সব বৃথা হল প্রভু—তাঁর দেখা পাইনি! তাঁর সখীটি এসে বললে, —সাত বছর বাইরের প্রকৃতি আর তাঁর মুখখানি দেখতে পাবে না, তা মানুষ তো দূরের কথা। তিনি মঠবাসিনী তপস্বিনীর মতো ভাইয়ের জন্য কাঁদবেন। এমনি করেই তিনি ভাইয়ের স্মৃতি জীইয়ে রাখবেন।

অর্সিনো প্রেমের গতি জানেন, তাই ম্লান হাসি হেসে বললেন,— সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন মৃত ভ্রাতার স্মৃতি তিনি জীইয়ে রাখেন! কিন্তু যেদিন প্রেমের দেবতা তাঁর শর-সন্ধান করবেন—যেদিন বিদ্ধ হবেন শরে—সেদিন কি করবেন? প্রেম এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমি এবার উদ্যানে যাব। ফুলের মাঝে ঘুরব। প্রেম তো কুঞ্জেই থাকেন। সেই কুঞ্জে আমার প্রেমকে খুঁজে পাব।

রাজা চলে গেলেন।

স্তব্ধ হল সঙ্গীত, সভাসদ ও বয়স্যগণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

কাহিনীর নায়ক অর্সিনোকে দেখলাম, তিনি রূপসী অলিভিয়ার প্রেমে পাগল। কমেডীর নায়কের মতো তিনি প্রেমে পাগল হয়ে শান্তি খুঁজছেন সঙ্গীতে, মৃগয়ায়। আবার সেখানে শান্তি না পেয়ে কাননে নিভৃত প্রহর যাপন করছেন।

নায়কের তো দেখা পেলাম, এখন তো আমাদের নায়িকাটিকে পাওয়া চাই। নায়িকাটি কি সুন্দরী অলিভিয়া? কি জানি, মহাকবি তাঁর কাছেই কি নিয়ে যাবেন!

এ যে প্রাসাদের বিশ্রামকক্ষ থেকে একেবারে সমুদ্রতীর। সমুদ্রে ঝড়ে উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল সমুদ্র। আর তার তরঙ্গের আঘাতে বহু তরী মগ্ন হয়েছিল। কিন্তু সে তো গত রজনীর কথা। আজ ভোরের সমুদ্র শান্ত! লক্ষ লক্ষ ফণা তার মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো নিদ্রালি মন্ত্রে নত হয়ে পড়েছে। আর সেই সমুদ্রতীরে কয়েকজন নাবিককে দেখা যাচ্ছে। নাবিকদের সঙ্গে আর একজন আছেন রূপসী তরুণী। এদের পোশাক দেখে মনে হয়, গত রাত্রির জাহাজডুবির ফলে এরা নিঃসম্বল ও আশ্রয়হীন।

রূপসীর নাম ভায়োলা। তিনি নাবিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বিভ্রান্ত, বেশ-বাস তাঁর বিস্রস্ত। মুখে দুঃখের ছাপ। তবু তাঁর এই ম্লান সৌন্দর্য মন টানে, অভিভূত করে।

তিনি ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, এটা কোন রাজ্য ?

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলে—ইউলিয়া।

ভায়োলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে আমি কি করব? ভাই আমার চলে গেছে। কিন্তু মন বলে,—সে বেঁচে আছে, ডুবে সে যায়নি! নাবিক, তোমার কি মনে হয় ?

একজন নাবিক বললে, আমারও তাই মনে হয়।

ভায়োলা উল্লসিত। তিনি বলে উঠলেন, তাহলে নিরাশা নয়! আশা আছে। তাহলে আমার মতোই ভাই বেঁচে আছে ?

ক্যাপ্টেন বললে, হাঁ তাইতো সম্ভব। জাহাজ ভেঙে গেলে আমরা যখন আপনার সঙ্গে ভাসছি, তখন আপনার ভাইকে দেখতে পেলাম। মাস্তুলের সঙ্গে তিনি নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছেন—আর সেই মাস্তুল আঁকড়ে ধরে ভাসছেন। যেন ঠিক সেই গ্রীক উপকথার গায়ক এরিয়ন—তিনি সিসিলি থেকে ফিরছিলেন, এমন সময় নাবিকরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জলে পড়ে তিনি গান গাইতে লাগলেন, আর একটি শুশুক সেই গান শুনে ছুটে এসে তাঁকে পিঠে বয়ে পৌছে দিলে তীরে। আপনার ভাইও যেন ঠিক তেমনি। আমি তাঁকে ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালি পাতাতে দেখেছি।

ভায়োলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, এই শুভ সংবাদের জন্য এই নাও মোহর। আমি বাঁচলাম—একেই তো আমার আশা জেগেছিল। আর তোমার কথায় সে আশা আরো দৃঢ় হল। তুমি এ রাজ্য চেন নাবিক ?

ক্যাপ্টেন বললে, খুব চিনি, আমার তো এখানেই জন্ম, এখানেই তো বেড়ে উঠেছি। এই তো কাছেই আমার বাড়ি—তিন ঘণ্টার পথও নয় !

এ রাজ্যের রাজা কে ?

একজন সামন্ত রাজ। তিনি নামেও যেমন, কাজেও তেমনি।

তাঁর নাম কি ?

অর্সিনো।

ভায়োলা বলে উঠলেন, হ্যাঁ, বাবার কাছে নাম শুনেছি বটে ! তিনি তো কুমার ছিলেন।

এখনো আছেন, ক্যাপ্টেন উত্তর দিলে। মাসখানকে আগেও তো বিয়ে হয়নি ! শুনেছি রূপসী অলিভিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

তিনি কে ?

একজন আমীরের মেয়ে, ভারি চমৎকার মেয়েটি। বাপ একবছর আগে মারা গেছেন। ভাই ছিল। আর ভাই-বোনে সে কি ভালবাসা ! সেই ভাই আর নেই। তাই তিনি এখন ঘরে বন্দী হয়ে থাকেন, কোথাও বেরোন না।

ভায়োলা বললেন, আহা এমন মেয়ে ! এ মেয়ের দাসী হতে সাধ যায়। আমিও তো অমনি হতে চাই।

ক্যাপ্টেন বললে, কিন্তু এতো শক্ত ব্যাপার। আর কেউ তো দূরের কথা, তিনি রাজাকেও আমল দিতে চান না।

ভায়োলা কি যেন ভাবছেন। তারপর বললেন, নাবিক, তুমি বড় ভাল লোক। তোমাকে আমি বক্‌শিস্ করব। আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমাকে ছদ্মবেশ এনে দাও আমার মনের মতো। আমি ঐ রাজার সেবা করব, হব তাঁর দাসী। তুমি শুধু আমাকে ডিউকের কাছে নিয়ে যাবে, আর বলবে—আমি তাঁর সেবা করতে চাই ! আমি

হতে চাই তাঁর খোঁজা ভৃত্য। আর তুমি যা-থা বলবে, আমি তো তাঁর যোগ্যই হব। আমি গান গাইতে জানি, গানে গানে তাঁকে আমি সেবা করব। তাতেই তো উপযুক্ত সেবা হবে। তারপরে যা ভাগ্যে আছে, তাই ঘটবে। শুধু আমার এই অনুরোধটি রাখ নাবিক!

ক্যাপ্টেন রাজী হয়ে বললে—বেশ, খোঁজার ছদ্মবেশে আমি আপনাকে সাজাব, যদি আমার জিভ বকবক করতে চায়, আমার চোখ যেন কাণা হয়ে যায়।

বেশ বেশ, চল।

নাবিকদের নিয়ে চলে গেলেন ভায়োলা।

এবার আমরা ভায়োলাকে দেখতে পাব খোঁজা ভৃত্যের বেশে। ইনিই কি আমাদের নায়িকা?

আমরা তো এখনো জানি না! তবে তাঁর রূপ দেখে তাঁকে নায়িকা করতে আমরা রাজি। শুধু রূপই বা কেন, তাঁর গুণেও তো আমাদের মন ভোর। তবে তিনি নায়িকা হবেন না কেন? তবে সেখানে আর একজন আছেন। আর এক রূপসী। তাঁর কথাও শুনেছি, তাঁকে দেখিনি।

এবার তাঁকে দেখতে যাব আমরা।

তিন

অলিভিয়ার গৃহ।

স্যার টবি বেলস্ অলিভিয়ার কাকা। দাদা মারা গেছেন, তিনিই এখন অলিভিয়ার অভিভাবক। কিন্তু তিনি তা নন, তিনি রংদার মানুষ, পাঁড় মাতাল—নিষ্কর্মারও একশেষ, তাই স্যার টবির অভিভাবকই এখন অলিভিয়া। তিনি বাড়িতে ঢুকতেই তাঁর পোষ্যা দাসী মেরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনে এই ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছেন।

স্যার টবি বললেন, আরে ব্যাপারখানা কি বল তো? ভাইয়ের মৃত্যুটাকে একেবারে এই ভাবে নিলে? এ যে প্রাণান্ত ব্যাপার! ভাবনা তো প্রাণকে ফৌত্ করে ছাড়বে।

মেরিয়া বললে, তা আপনি বাবু, একটু সকাল রাত্তিরে এলে পারতেন, আপনার ভাইঝির এ আসায় আপত্তি।

স্যার টবি সহজভাবেই বললেন, আপত্তির ব্যাপারে আপত্তি হয়েছে, এতে আর এমন কি ?

মেরিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু উনি যা বলেন তাই তো শোনা উচিত। এইত মদ গেলেন কাড়ি কাড়ি, এতে উনি কাল কত বললেন! আবার একদিন এক বোকারাম যোদ্ধাকে নিয়ে এলেন ওঁর সঙ্গে ভাব করাতে।

কে—কার কথা বলছ ? আন্দ্রু আগুচেক ?

হ্যাঁ।

ওঁর মতো লম্বা চওড়া মানুষ সারা ইউলিয়ায় নেই!

তাতে এল গেল কি ?

আরে তিন হাজার টাকা তাঁর বছরে আয়।

কিন্তু আন্দ্রু তো বিষয়-সম্পত্তি এক বছরেই ফুঁকে দেবে। সে যেমন হাঁদা, তেমন উড়নচণ্ডী!

স্যার টবি বলে উঠলেন—না, না, ছিঃ ছিঃ! ও বেহালা বাজায় ভাল, তা ছাড়া তিন চারটে ভাষা বলে বই না দেখে! সব আছে লোকটার, সব গুণ! প্রকৃতি যা যা দিতে পারেন সব তাকে দিয়েছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, গুণের বালাই নিয়ে মরে যাই! একেবারে প্রকৃতির দানে দানে ছয়লাপ, তার উপরে হাঁদারাম আবার ঝগড়াটেও খুব। সবই তো পেয়েছেন, এখন গোরে যেতেই যা বাকি!

স্যার টবি চটে উঠে বললেন, যারা এই সব বদনাম রটায়, তারা পাজি! কারা কারা রটায় বল তো ?

মেরিয়া হেসে বললে, তারা এও বলে, আপনার সঙ্গে রোজ রাতে তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন।

স্যার টবি গদগদ হয়ে বললেন, আমরা ভাইঝির স্বাস্থ্য পান করি। আমার গলার নালিতে যতক্ষণ একটু ঠাঁই থাকবে ততক্ষণ স্বাস্থ্য পান করব। ঐ তো স্যার আন্দ্রু আগুচেক আসছেন।

স্যার আন্দ্রু এসে ঢুকলেন।

আন্দ্রু ঢুকেই বললেন, ওগো মশাই, ও স্যার টবি বেলস্ ও স্যার ঢেঁকুর আছেন কেমন?

ভাল আছি, ভাল আছি।

ওগো সুন্দরী, তোমার ভালাই হোক।

মেরিয়া বললে, আপনারও ভালাই হোক!

আন্দ্রু বলে উঠলেন, কই সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো স্যার টবি?

ইনি আমার ভাইঝির সখী সহচরী।

আন্দ্রু বলে উঠলেন, আর একটু ঘন আলাপ চাই, আর একটু অন্তরঙ্গ পরিচয়।

আমার নাম মেরিয়া।

ভাল মেয়ে মেরিয়া, আলাপী—আন্দ্রু মন্তব্য করলেন।

স্যার টবি বলে উঠলেন, আপনি ভুল করলেন যোদ্ধা, আলাপী কথাটা আগে বথবে। আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করুন, ভাব করুন।

কি মুস্কিল! আমি ছাই কিছু বুঝিনে!

মেরিয়া বললে, আমি তাহলে আসি।

স্যার টবি অমনি নিষেধ করলেন, অমনি করে যদি সুন্দরীকে বিদেয় দেন মশাই, তাহলে আর জন্মে হাতিয়ার খেলতে হবে না।

স্যার আন্দ্রু অমনি তাতে সায় দিয়ে বললেন, সুন্দরী, তুমি যদি অমনি করে চলে যাও, তাহলে আর বোধ হয় হাতিয়ার খেলা হবে না। আচ্ছা সুন্দরী, তোমার হাতে ভাঁড় আছে?

মেরিয়া হেসে বললে, আপনাকে তো এখনো হাতে পাইনি।

স্যার আন্দ্রু না বুঝেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই তো হাত বাড়িয়ে দিলাম, নাও।

মেরিয়া বললে, হাত তো শুক্‌নো খট্‌খটে।

স্যার আন্দ্রু বুঝতে না পেরে বললেন, হাত তো শুকনো রাখতে আমি জানি। কিন্তু মেরিয়া, তোমার রসিকতাটা তো বুঝতে পারলাম না!

এ এক শুকনো রঝিকতা।

তুমি তাহলে শুকনো রসিকতায় ভরতি ?

আমার রসিকতা, রঙ্-তামাসা একেবারে আঙ্গুলের ডগায় আছে। আপনার হাত ধরলেই সব উপে যাবে, আমি বাঁজা হয়ে যাব।

মেরিয়া চলে গেল।

স্যার টবি এতক্ষণ মুখখানা গম্ভীর করে শুনছিলেন, এবার বললেন, ওগো যোদ্ধা মশাই, তোমার এক পাত্তর দরকার। এমন মিইয়ে গেলে কেন ?

স্যার আন্দ্রু উত্তর দিলেন, মদ তো আমাকে নিবিয়ে দেয় না। কিন্তু কখনো কখনো আমার বুদ্ধি একেবারে হেজি পেঁজি মানুষের মতো হয়ে যায়। আমি গরুর মাংস বেশি খাই বলেই বোধ হয় বুদ্ধি ক্ষয়ে যায়।

তাতে আর সন্দেহ কি !

কাল আমি বাড়ি যাচ্ছি স্যার টবি। ঠিক যাচ্ছি। তোমার ভাইঝির আর দেখাটি পাওয়া যাবে না। আর আমি বাজী রাখতে পারি, তিনি আমাকে চানও না। ঐ আমীর তাঁর পিছনে ঘুর ঘুর করছিল।

না, না, কাউন্টকে সে বিয়ে করবে না। তায় চেয়ে যার বয়স বেশি, তাকে সে বিয়ে করবে না! বুদ্ধিতে বড় হলেও না, সম্পত্তিতে বড় হলেও না। আমি ওকে হলফ করে বলতে শুনেছি।

স্যার আন্দ্রু একটু আশান্বিত হয়ে বললেন, তাহলে আর এক মাস থেকেই যাব। আমি অদ্ভুত মানুষ। মুখোস নাটকে আমার আমোদ, একটু হৈ হল্লা-হুল্লোড় আমি ভালবাসি।

আহা—তুমি তো এ সবে পয়লা নম্বর।

নিশ্চয়, নিশ্চয় !

বড় যোদ্ধার কাজটা কি স্যার আন্দ্রু ?

যে নাচতে জানে সেই বড় যোদ্ধা। আর ইউলিয়ায় আমার মতো পেছন নাচ-নাচতে কজন জানে !

স্যার টবি হেসে বললেন, এগুলি এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন

মিতা ? তোমার এত গুণ ? তোমার পায়ের অমন সুডোল গড়ন দেখে মনে হয় নাচের লগ্নেই তোমার জন্ম।

হ্যাঁ, পা, দুটো ভারি শক্ত আছে, চল এবার একটু শাইকেল করা যাক !

আর কি করব ? আমাদের লগ্নে আছে তারাস গ্রহটি।

তারাস ? তিনি তো হৃৎপিণ্ডে থাকেন !

আরে না, না, তিনি থাকেন পায়ে আর উরুতে। তোমার নাচ দেখিতো।

স্যার আন্দ্রু অমনি ধেই-ধেই করে নাচতে শুরু করলেন। হর্ষধ্বনি করে উঠলেন স্যার টবি। এবার দুই মাণিকজোড় চললেন নৈশ আনন্দের সন্ধানে।

চার

আবার অর্সিনোর প্রাসাদে আমরা ফিরে এসেছি। এখানে কাহিনীর আর একটি সূত্রের জট খোলা হচ্ছে। খোঁজা-বেশী ভায়োলা এসেছেন প্রাসাদে। এখন তিনি রাজার ভৃত্য, তাঁর সেবা করছেন। তাঁকে আর ভ্যালেণ্টাইনকে দেখা গেল। ভায়োলা এখন সিজারিয়ো নামে পরিচিত।

ভ্যালেণ্টাইন তাঁকে বললে, তিনদিনেই রাজার মন সে কেড়ে নিয়েছে, আর ক'দিন থাকলে তো রাজা আর তাকে ছাড়তে চাইবে না।

ভায়োলা হেসে বললেন, ভ্যালেণ্টাইন, তুমি বোধহয় রাজার মন আর আমার কাজে গাফিলতির কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ, ওঁর এই নেকনজরটুকু কদিনের ! আচ্ছা, উনি কি অস্থির মতি। এই একজনকে পেয়ার করেন, আবার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন ?

না, না, তা নয় !

রাজা কিউরিয়ো ও তাঁর অনুচরগণ এসে প্রবেশ করলেন।

ঐ তো রাজা আসছেন।

অর্সিনো ঢুকেই শুধালেন, সিজারিয়োকে দেখেছ?

ভায়োলা ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর, আমি হাজির!

অর্সিনো অনুচরদের বললেন, তোমরা একটু সরে দাঁড়াও।

তারা দূরে সরে দাঁড়াল। এবার তিনি সিজারিয়োকে ডাকলেন,

সিজারিয়ো, তোমার কাছে তো সব কথাই বলেছি। এমন কি আমার হৃদয়ের গোপনতম কথাও তুমি জান। তাই তরুণ, যাও, তাঁকে তোমার গুণ দিয়ে মুগ্ধ কর, বশ কর। তিনি যেন তোমায় বঞ্চিত না করেন। তাঁর কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো। তাঁকে বলো, তাঁর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত অমনি দাঁড়িয়ে থাকব।

ভায়োলা বললেন, যথা-আজ্ঞা প্রভু। কিন্তু উনি তো এখন ভ্রাতৃশোকে অভিভূত, নিরালা ঘরে থাকেন—উনি তো আমাকে দেখা দেবেন না।

অর্সিনো বলে উঠলেন, চিৎকার করবে, সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করবে। ব্যর্থ হয়ে ফেরার চেয়ে তো সে অনেক ভাল।

না হয় কথাই বললাম প্রভু, তারপর? সিজারিয়ো-বেশী ভায়োলা বললে।

আমার ভালবাসার কথা বলবে। আমার ভালবাসার কথা বলে ওকে অবাক করে দেবে। আমার দুঃখ তাকে নিবেদন করবে। তুমিই তাঁকে আমার হৃদয়ের ব্যথা জানাবে। তোমার তারুণ্য তাঁকে বিহ্বল করে দেবে। তাঁর গম্ভীর প্রকৃতি—কেউ তাঁকে টলাতে পারবে না!

ভায়োলা বললেন, কিন্তু এ তো ঠিক নয়!

হাঁ ঠিক, ঠিক! সত্য—বালক—যৌবনে তুমি পা দিয়েছ—পূর্ণ মানুষ এখনো হওনি। তাই তো তুমি সুন্দর। দেবী ডায়ানার পবিত্র দুটি অধরও তোমার চেয়ে কোমল নয়, রক্তিম নয়! তোমার স্বর যেন নারীর কণ্ঠের মতো—তেমনি মধুক্ষরা—নারীর লালিত্যের তোমাতেই বিকাশ দেখছি, তাই তো একাজে তোমার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই! যাও, কিশোর—যাও।

প্রভু, ভায়োলা বলে উঠলেন, আপনার দয়িতার মন আমি টলিয়ে

দেব। তারপর আপন মনে বললে—এ যে কি লড়াই আপনি তা বুঝবেন না। যাব আমি তাঁর কাছে, তাঁকে জানাব আপনার অনুরাগ, কিন্তু আমি হব আপনার পত্নী।

তাহলে ভায়োলা কি অর্সিনোর প্রেমে পড়েছেন। তাইত স্বাভাবিক, নইলে একথা বললেন কেন ?

আমরা উদ্‌গ্রীব। কাহিনী আবার মোড় ঘুরেছে—দেখি কি হয় !

পাঁচ

আবার অলিভিয়ার গৃহ, কিন্তু তিনি এখনো অদৃশ্য। নির্জনে কাল কাটাচ্ছেন, ভ্রাতৃশোকে বিধুরা। আমরা সেবার মেরিয়াকে দেখেছিলাম, এবারও তাকেই দেখা যাচ্ছে। রূপসী রঙ্গমতী মেরিয়া। ওলিভিয়ার বুঝি যোগ্যা সহচরী। মেরিয়া একটি ভাঁড়ের সঙ্গে আলাপ করছিল। সেবারও দুটি ভাঁড়ের সঙ্গে রসিকতা করতে আমরা তাকে দেখেছি। কিন্তু তারা ছিল ভদ্রলোকের সাজপোশাকে ভাঁড়, আর এ প্রকৃতই ভাঁড়, এর পেশাই তাই। এর ঢিলেঢালা জোব্বা দেখে তাই মনে হয়। তাছাড়া ভিতরটা যাই হোক, বাইরে তার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী। সে মানুষের মনোরঞ্জনকারী। এখানেও সেই কাজেই সে এসেছে। একে আজকাল সমাজতন্ত্রের যুগে রাজদরবারে আর দেখা যায় না, দেখা যায় সমাজে। তবে জোব্বা পরণে নেই। তবু দেখলেই চেনা যায়—আমরা বলে উঠি— ক্লাউন।

মেরিয়া ভাঁড়কে দেখেই বললে, কোথায় ছিলে বল ! এর জন্যে মনিবাণী কি করেন দেখো—গরহাজিরার জন্যে ঠিক ঝুলিয়ে দেবেন।

ঝুলিয়ে রাখলে ক্ষতি কি, ভাঁড় হাসলে, দুনিয়ায় যে পরের কাঁধে ভর করে ঝুলে আছে—তার আর ভয়-ডর কি !

মেরিয়া মুখঝামটা মেরে বললে, দেখবে'খন এবার গরহাজিরার জন্য কি করেন ! হয় ফাঁসিতে লটকাবেন. নয় তো খেদিয়ে দেবেন। তোমার কাছে দুই-ই সমান।

ভাঁড় হেসে বললে, অনেক সময় ভাল করে ফাঁসিতে ঝুলোলে, খারাপ বিয়ে থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আর খেদিয়ে দেবার কথা বলছ, তা গরমকালে পথে মন্দ কাটবে না।

তাহলে তুমি একেবারে এই ছুটোই এঁচে বসে আছ।

না, না, কোনটাই এঁচে বসে নেই। ও-ছুটো ব্যাপারে আমিও একেবারে দৃঢ় মন।

তার মানে, একটা ভাঙলে, আর একটা থাকবে। আর ছুটো ভাঙলে সব গেল। তাই না? মেরিয়া শুধালে।

ঠিক কথা। তুমি তোমার পথে চল মেরিয়া। স্যার হেঁচ্ কিটান যদি মদ ছাড়েন তাহলে তামাম ইউলিরিয়ায় তোমার মতো মেয়েমানুষ আর ছুটি খুঁজে পাবেন না।

চুপ পাজি! আর কথা নয়। ঐ মনিব আসছেন। কোথায় ছিলে, কৈফিয়ৎ দাও!

মেরিয়া চলে গেল। ঢুকলেন রূপসী অলিভিয়া ও ম্যালভোলিও। ম্যালভোলিও অলিভিয়ার সংসারের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি ওকে যা ইচ্ছে নাম দিতে পারেন। আমাদের দেশে তত্ত্বাবধানকারিণী আপনি পাবেন, তত্ত্বাবধায়ক হয়ত মিলবে না, যদিও মেলে তার খেতাব হবে সরকার। অন্যদেশে এরই নাম স্টুয়ার্ড।

ভাঁড় অলিভিয়াকে দেখতে পেয়েই ভাঁড়ামি শুরু করে দিলে। সে বললে, আমার বুদ্ধি আর আপনার ইচ্ছা মিলে আমাকে দিয়ে বোকামি করিয়ে নিচ্ছে। নইলে আমি হয়ত বুদ্ধিমানই বনে যাব।

ওলিভিয়ার এই সময় রঙ্গরস ভাল লাগছে না, তাই বলে উঠলেন, এই ভাঁড়টাকে দূর করে দাও তো!

ভাঁড় অমনি বলে ওঠল, বাপু শুনছ না, মহিলাটিকে সরিয়ে নিয়ে যাও!

সে আসলে ভদ্রমহিলাকেই বোকা বললে।

যাও, যাও, অলিভিয়া কড়া ধমক দিলেন। তোমার হাস্যরসের উৎস শুকনো! তাছাড়া তুমি সৎ নও।

ভাঁড় হাতজোড় করে বললে, মাগো, আমায় যে দুটো দোষ দিলেন—এই দুটো দোষ মদে আর উপদেশে দূর হয়ে যাবে। শুধু খটখটে ভাঁড়কে মদ খাওয়াও—সে আর শুকনো থাকবে না, ভিজে বোঁদা হয়ে যাবে। আবার অসৎ লোককে সৎ উপদেশ দাও, সে ভাল হলে মদ ছোঁবেও না। এ তো সহজ কথা। আপনি বললেন ভাঁড়টাকে খেদিয়ে দাও, আমি বললাম আপনাকে চলে যেতে। মিটে গেল!

অলিভিয়া আরো চটে উঠে বললেন, আমি তোমাকে সরিয়ে নিতে বলছি।

ভাঁড় বললে, এ তো আপনার ভুল, ভাঁড়-এর রংচং-এ পোশাক আমার পরণে কিন্তু মগজ তো আর পোশাক দিয়ে মুড়িনি। মা, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, আপনার এক বিন্দুও বুদ্ধি নেই।

পারবে প্রমাণ করতে?

একেবারে প্রমাণ বলে প্রমাণ! নির্ঘাৎ প্রমাণ!

বেশ! কর!

ভাঁড় বললে, তার আগে একটু জেরা করতে চাই। আপনি জবাব দেবেন তো মা?

বেশ তাই হবে, অলিভিয়া বললেন।

মা, আপনার এ শোক কেন?

আমার ভাইয়ের জন্য আমার শোক—তিনি মারা গেছেন।

ভাঁড় বললে, আপনার ভাইয়ের আত্মা তো এখন নরকে।

জ্বলে উঠলেন অলিভিয়া, না, না, তিনি স্বর্গে।

ভাঁড় বললে, আপনি নেহাৎ বোকা মা; স্বর্গে আছে আত্মা, আর আপনি দুঃখ করে মরছেন! ওরে কে আছিস, এমন বোকা মেয়েকে দূর করে দে!

অলিভিয়া একটু অবাক হলেন, তারপর ম্যালভোলিওকে বললেন, ভাঁড়ের বুদ্ধির একটু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, না?

ম্যালভোলিও বললে, তা যা বলেছেন, ওর মৃত্যুর ছটফটানি অবধি ঐ উন্নতি চলবে, বুড়ো বয়সে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি হ্রাস হয়, কিন্তু বোকাদের বুদ্ধি পাকা হয়।

ভাঁড় চটে গিয়ে বললে, তোমার অমনি জ্বর এসে দেখা দিক, যাতে তোমার বোকামি বাড়ে। স্যার টবি হলফ করে বলতে পারেন, আমি বোকা, কিন্তু তুমি যে বোকা নও—একথা বলতে তাঁর বাধবে না।

অলিভিয়া একটু হেসে বললেন—ম্যালভোলিও, নাও এবার উত্তর দাও!

ম্যালভোলিও ঘা খেয়ে ভীষণ চটেছে, সে বললে, এও তাজ্জব যে আপনি ওর কথায় মজা পান। আপনি যদি না হাসেন, ও এখুনি বোবা বনে যাবে। আমি জোর গলায় বলতে পারি, যে সব বুদ্ধিমান এই ভাঁড়গুলোর কথায় হাসেন তাঁরা ভাঁড়েরও অধম।

অলিভিয়া বললেন, তুমি আত্মসর্বস্ব মানুষ—নিজেকেই নিজে ভালবাস। অতৃপ্তি নিয়ে খাবার চাখতে এসেছ তুমি, সে মেজাজ তোমার নেই। তাই যেখানে গুল্‌তি ছুড়তে হবে, সেখানে কামানের গোলা ছুড়ছ।

এমনি কথা বলছেন, এমন সময় মেরিয়া এসে খবর দিলে, একজন তরুণ দুয়ারে অপেক্ষা করছেন। অলিভিয়ার সঙ্গে কথা বলার তাঁর ভারি সাধ!

রাজা অর্সিনোর কাছ থেকে এসেছে? অলিভিয়া একটু তিক্তকণ্ঠে শুধালেন।

তা তো জানি না, মেরিয়া বললে। সত্যিই সুন্দর মানুষটি, আর সঙ্গে লোকজনও বেশ।

তবে তাঁকে আটক রাখলে কে, তিনি এলেন না কেন?

মেরিয়া বললে, কে আবার, আপনার আত্মীয় স্যার টবি।

যাও, তাঁকে নিয়ে এস। অলিভিয়া হুকুম দিলেন যাও ম্যালভোলিও! উনি যদি কাউন্টের কাছ থেকে এসে থাকেন, তাহলে বিদায় দিয়ো—বোলো আমি বাড়ি নেই।

ম্যালভোলিও চলে গেল। এবার অলিভিয়া ভাঁড়কে বললেন, দেখছ তো তোমার রসিকতা কেমন পঁচে গেছে, কেউ তোমায় পছন্দ করতে পারছে না।

মা, ভাঁড় হেসে বললে, আপনি তো আজ থেকে আমাদেরই দলের একজন হয়ে গেলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা. আপনার বড ছেলে যদি

বোকাই হয়, তিনি যেন তাঁর মাথায় মগজ ভর্ত্তি করে দেন। ঐ দেখ তোমার আত্মীয়টি আসছেন—ওর মগজ বড় কম।

স্যার টবি এসে ঢুকলেন।

অলিভিয়া বলে উঠলেন, কাকে তুমি দরজায় আটক করে রেখেছ কাকা?

এক ভদ্রলোক। স্যার টবি জবাব দিলেন।

কি রকম ভদ্রলোক। সে কে বল?

স্যার টবি নেশার ঝোঁকে বললেন, সে যদি সয়তান হয়—তাতেই বা আমার কি?

তিনি চলে গেলেন, ম্যালভলিও এসে খবর দিলে, এক ছোকরা এসেছে। সে দেখা না করে নড়বে না।

অলিভিয়া উত্তর দিলেন, দেখা হবে না।

কিন্তু সে ছোকরা দরজা থেকে নড়তে চায় না।

ছোকরার চেহারার কথা শুনিয়ে ম্যালভলিও জানালে—ছোকরা যুবাপুরুষ নয়—ও যেন আপেল যেমন না কাঁচা, না পাকা অবস্থায় থাকে, যাকে বলে ডাঁশা—ও-ও যেন তাই। বালক আর যুবকের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলে ভাল, একটু যা মেয়েলি স্বর। লোকে শুনলে বলবে, এখনো মুখ থেকে দুধের গন্ধ যায়নি।

তাকে দেখবার বড়ই কৌতুহল হল অলিভিয়ার, তিনি তাকে আসবার অনুমতি দিলেন। অনুচরী মেরিয়া এসে তাঁর মুখে পরিয়ে দিলেন ঘোমটা। আর একবার অর্সিনোর মিনতি দূত মুখে শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

পুরুষবেশী ভায়োলা এসে প্রবেশ করলেন।

এ গৃহের মাননীয় কর্ত্রী কে? ভায়োলা শুধালেন।

অলিভিয়া উত্তর দিলেন, আমাকে যা বলবার বল, আমি তাঁর হয়ে জবাব দেব।

ভায়োলা বলে উঠলেন, বলুন তিনি কে? অপরকে এ কথা শোনাতে হলে মনে দাগা পাব। আমার কথা বড় কষ্ট করে তৈরি

করেছি। সুন্দরী, আমাকে ঘৃণা করবেন না, ঘৃণা বিদ্রূপ আমি সইতে পারিনে।

কোথা থেকে আপনি আসছেন? অলিভিয়া শুধালেন।

আমার পার্টে তো ওকথা নেই! যা আমি শিখিনি তা বলতে পারব না। আপনি বলুন—আপনিই কি গৃহকর্ত্রী, তাহলে আমি বক্তৃতা শুরু করে দিই।

অলিভিয়া হেসে বললেন, আপনি বুঝি হাস্যরসের অভিনেতা?

না, না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি এমন একটি ভূমিকা অভিনয় করছি, আসলে আমি তা নই। তাহলে আপনিই গৃহকর্ত্রী?

অলিভিয়া—হ্যাঁ, আমিই সেই। যদি অবশ্য আত্মপ্রতারণা না করি।

যদি আপনি সত্যিই তিনি হন—তাহলে বলব আপনি আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। আপনি যা দিতে পারেন, তা আপনি রাখছেন লুকিয়ে। এ কথা অবশ্য আমার বক্তব্যের বাইরে! এবার তবে আমার পার্ট শুরু করছি।

আপনার বক্তব্যের সারকথাটুকু বলে ফেলুন তো, অলিভিয়া বললেন।

ভায়োলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, হায়! সে যে বহু কষ্ট করে শেখা—আর সে তো এক কবিতা।

অলিভিয়া বললেন, তাহলে সে তো হবে মিথ্যা। ও-কথা না হয় উহ্যই রেখে দিন। আপনি যদি পাগল না হন, তাহলে চলে যান। যদি কোন যুক্তি থাকে, সংক্ষেপে সারুন! আমার সময় নেই।

ভায়োলা বললেন, আমি দূত, কিন্তু ভগ্নদূত নই। কোন জুলুম-দারীরও আমার সাধ নাই। যুদ্ধের খবর—কি কর আদায় আমার এলাকা নয়! আমি এসেছি শান্তির প্রতীক জলপাই পাতা নিয়ে। আমার কথাগুলোও শান্তি মাখা।

কিন্তু বেশ চড়া সুরেই তো শুরু করেছিলেন। অলিভিয়া হেসে বললেন, আপনি কে? আপনার মতলব কি?

ভায়োলা উত্তর দিলেন, চড়া মেজাজটা আপনার লোকজনের কাছ থেকে শিখেছি। আর আমি কে—কি আমার মতলব—তা আমার কৌমার্য্যের মতোই গোপনীয়। আপনার কাছে যা স্তোত্র, অন্যের কাছে তা পাপ।

অলিভিয়া সংবাদ বলতে বললেন, ভায়োলা শুরু করে দিলেন।

ওগো মধুভাষিণী!

অলিভিয়া হেসে উঠে বললেন, তবু ভালকথা বললেন! তবে এ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। আপনার স্তোত্রটি কোথায়?

সেটি আর্সিনোর মনের গ্রন্থে আছে।

কোন অধ্যায়ে?

একেবারে সর্ব-প্রথম অধ্যায়ে।

তাহলে আমি তা পড়ে দেখেছি। সে তো নাস্তিকতা! আর কিছু বলবার নেই?

ভায়োলা বলে উঠলেন, ভদ্রে! আপনার মুখখানি একবার দেখান?

অলিভিয়া বলে উঠলেন, আমার মুখখানিকে কথা বলতে হবে, এমন হুকুম প্রভুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন না কি? ভাল—মুখের ওড়না সরিয়েছি—দেখুন! কেমন লাগলো?

ভায়োলা দেখলেন—দেখে বলে উঠলেন, ঈশ্বর যদি এমন সৌন্দর্য্য দিয়ে থাকেন, তা হলে বলতে হবে চমৎকার তাঁর কীর্ত্তি।

অলিভিয়া হেসে বললেন, যা দেখছেন—এ স্বাভাবিক। ঝড়-জলে এ রং— এ শ্রী ধুয়ে মুছে যাবে না।

ভায়োলা বলে উঠলেন, মধুরে মিশেছে মধুর—প্রকৃতি সাদা আর লালে দিয়েছেন মিশিয়ে। কিন্তু আপনি নিষ্ঠুর—পৃথিবীর বুকে যদি এ রূপের কোন নকল না রইল—তাহলে কি হবে এ রূপ দিয়ে?

অলিভিয়া বললেন, না, না, এত নিষ্ঠুর আমি নই। সে প্রতিজ্ঞাও আমার নেই। আমার রূপের রকমারি নমুনা আমি রেখে যাবো। আমার দানপত্রে একেবারে প্রতিটির উপর লেবেল সাটার ব্যবস্থা করে যাব। যেমন পহেলা নম্বর—দুটি উদাসী লাল ঠোঁট, দু নম্বর—দুটি ধূসর

চোখ আর তাদের পাতা—তারপরে গ্রীবা, চিবুক সবই থাকবে ছন্দবন্দী হয়ে। আপনাকে কি প্রশংসা করতেই পাঠান হয়েছে? আপনার প্রভুর ভালবাসার একটু নমুনা দিন তো। তিনি আমাকে কেমন ভালবাসেন?

আপনাকে পূজা করেন তিনি—উর্বর তার চোখের জল, তাঁর আর্তস্বর তো বজ্রনির্ঘোষে জানায় প্রেম; তার দীর্ঘশ্বাস তো আগুন ঝরায়। ভায়োলা আবেগে বলে উঠলেন।

কিন্তু আপনার প্রভু তো আমার মন জানেন না, অলিভিয়া বললেন, আমি তাঁকে ভালবাসি নে। যদিও তাঁকে সৎ বলে জানি, মহান বলে জানি, পবিত্র নিষ্কলঙ্ক যুবক আর অতুল বিষয়ের মালিক বলে জানি; কিন্তু তবুও তাঁকে ভালবাসতে পারি নে। তিনি তো এ উত্তর অনেক আগেই জানতে পারতেন।

ভায়োলা বলে উঠলেন—যদি প্রভুর মতো অমন কামনা নিয়ে আপনাকে ভালবাসতাম—তাহলে আপনার এই প্রত্যাখ্যানের মানে খুঁজতে যেতাম না।

কেন? কি করতেন? অলিভিয়া শুধালেন অবাক হয়ে।

আপনার দুয়ারে পাতার কুটির তৈরি করে থাকতাম। ব্যথ প্রেমের গাঁথা লিখে নিস্তব্ধ রাতে গাইতাম গান। পাহাড়ের কন্দরে-কন্দরে আপনার নাম প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়াত, বাতাসে ভরে দিতাম অলিভিয়া নামে। আপনার তো উপায় থাকত না, আমাকে করুণা করতেই হোত।

অলিভিয়া বললেন, তা হয় তো আপনি পারতেন? আপনার বংশ পরিচয় কি জানতে পারি?

আজ যা দেখছেন, ভায়োলা হাসলেন, আমার এই ভাগ্যের চেয়ে বড় আমার বংশ পরিচয়। আমি ভদ্রবংশ জাত।

অলিভিয়া বললেন, আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন, আমি তাঁকে ভালবাসি নে—ভালবাসতে পারিনে! আর যেন তিনি লোক না পাঠান। আপনি অবশ্য যদি আসেন সে আলাদা কথা—এসে বলতে

পারেন—তিনি কেমন ভাবে নিলেন আমার কথাগুলো। আচ্ছা, আসুন! আপনার এই কষ্টের জন্য ধন্যবাদ। এই নিন সামান্য উপহার।

আপনার উপহার রাখুন, আমি তো আপনার মনিব নই যে প্রতিদান চাইব। আপনি যাকে ভালবাসেন, তাঁর হৃদয় ও যেন অমনি প্রস্তর-সমান হয়। আপনার প্রেমের যেন আমার মনিবের প্রেমের দশা ঘটে। বিদায়—নিষ্ঠুর, বিদায়!

পুরুষবেশী ভায়োলা চলে গেলেন, কিন্তু অলিভিয়ার মনে দিয়ে গেলেন দোলা।

অলিভিয়া শুধু মনে মনে আওড়াতে লাগলেন।

কি তোমার বংশ পরিচয়?

আমার ভাগ্যের চেয়ে বড়। আমি ভদ্রবংশ জাত।

তারপরে বলে উঠলেন—তা জানি, জানি। তুমি উচ্চবংশ জাত কুমার! তোমার হাস্য, তোমার মুখ, তোমার প্রতি অঙ্গ, তোমার গতিভঙ্গীই তো সে কথা বলে দেয়।

এবার সংযত হলেন অলিভিয়া।

না, না, এত দ্রুত নয়। ধীরে অলিভিয়া! এত তাড়াতাড়ি কি করে সংক্রামিত হয় ভালবাসা? মনে হয়, ওর যত গুণ আমার চোখে এসে অলক্ষ্যে বাসা বেঁধেছে। ভালো, তাই হোক্। ভালবাসি—ওকেই ভালবাসি।

তিনি হাততালি দিয়ে অনুচরকে ডাকলেন। ম্যালভলিও কাছেই ছিল, ছুটে এল, তিনি তাকে বললেন, এখুনি ঐ রাজার দূতের পেছু পেছু যাও। তিনি একটা আঙটি রেখে গেছেন—তাঁকে দাওগে। তাঁকে বোলো, তিনি যেন রাজাকে আশ্বাস না দেন। অর্সিনোকে তো আমি ভালবাসি না! যদি ঐ যুবক আসেন, ওঁকে কাল আমি সব বুঝিয়ে বলব। যাও, যাও!

ম্যালভলিও চলে গেল, তিনি আবার বলে উঠলেন, জানি না একি করতে চলেছি। আমার মনের বড় চাটুকার হল চোখ দুটি। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম। যা তোমার ইচ্ছা কর। যা হবার হবে। তাই হোক—ওরে, তাই হোক!

একি হ'ল অলিভিয়া? কার হাতে সঁপে দিলে নিজেকে। এযে পুরুষবেশে নারী? মহাকবি একি এক জটিলতার সৃষ্টি করলেন? এ সমাধানের বীজ কোথায়? তবে কি হাস্যরসের মধ্যে কাহিনীর অন্তে আমরা দেখব বিষণ্ণ ভগ্নহৃদয়া অলিভিয়াকে! না, তা তো হতে পারে না! তাহলে তো কমেডীর রস ব্যাহত হবে। তবে কি হবে?

আমরা উৎসুক হৃদয়ে চলেছি মহাকবির সঙ্গে, আমাদের মনও নাটকের দৃশ্যাবলীর অনুসরণ করছে। দেখি কি হয়!

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

কাহিনী দ্বিতীয় অঙ্কে পদার্পণ করল। এখানে আবার সমুদ্রতীরে আমরা এসে পড়েছি। আবার গর্জমান তরঙ্গের শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ সমুদ্রের স্বভাব। ঝড় তাঁর বুকে উঠেনি, সে এখন শান্ত। শান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ বালুবেলায় এসে আছড়ে পড়েছে লীলাচ্ছলে, আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এ সমুদ্র আপনি দেখেছেন, এখানে স্নানলীলায় মেতে উঠেছেন! তাই এর বর্ণনায় বাক্-বিস্তার করব না। এই সমুদ্র-তীরেই আমরা দেখা পেলাম দুটি মানুষের। একজনের পরণে নাবিকের নীল বেশ, পদমর্যাদার তকমা আছে তার টুপিতে। আর একজনের সাধারণ মানুষের বেশভূষা। এদের নাম দুটিও আমাদের জানতে হবে। এক-জনের নান আস্তনিয়ো, সে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন। তার নাবিকের পোশাক আর তকমাই তার প্রমাণ। আর একজন সেবাস্তিয়ান। সেবাস্তিয়ানের সাধারণ পোশাক হলেও তারও পরিচয় আছে। তার চেহারা সুন্দর, তরুণ লাবণ্যে ঢলঢলে তার মুখখানি। দেখে যেন চেনা চেনা মনে হয়। তাই তো—এ যেন সুন্দরী ভায়োলারই প্রতিচ্ছবি! তবে কি এ রূপসী ভায়োলারই ভ্রাতা? কিন্তু তিনি তো সলিল সমাধিতে শয়ান। তবে ইনি কে?

পাঠক আপনার ধারণাই সত্য। ইনিই ভায়োলার ভ্রাতা। জাহাজ ডুবিতে ইনি প্রাণ হারাননি। ইনিও প্রাণে বেঁচেছেন। আস্তনিয়ো আর তিনি আলাপে মগ্ন। দু'জনে আলাপ করছেন।

আন্তনিয়ো বললে, তুমি তো এখানে থাকবেও না আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও না।

সেবাস্তিয়ান উত্তর দিলেন, আমার রাশি-নক্ষত্র এখন খারাপ। আমার ভাগ্য হয়ত তোমার ভাগ্যকেও খারাপ করে তুলতে পারে। তাই একাই আমি আমার ভাগ্যকে নিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু যাবে কোথায়?

সেটা আপাততঃ গোপনীয়। আমাকে তুমি রডারিগো বলে জান। আসলে আমার নাম সেবাস্তিয়ান! আমি মেসালিনের সেবাস্তিয়ানের ছেলে। তাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আমাকে আর আমার বোনকে রেখে তিনি মারা যান। আমরা যমজ ভাই-বোন। তুমি আমাকে যখন উদ্ধার করলে তখন আমার ভগ্নী ডুবে মরলেন।

আন্তনিয়ো দুঃখ প্রকাশ করল। সেবাস্তিয়ান বললেন, আমার বোন আমার মত দেখতে হলেও সুন্দরী। আর তার মন—সে তো সুন্দর—অতি সুন্দর। কিন্তু আজ তো লবণাক্ত জলে সব শেষ হয়ে গেল।

আন্তনিয়ো প্রস্তাব করলে, আমাকে তোমার চাকর করে নাও।

না, না, আমার কাছ থেকে চলে যাও! সেবাস্তিয়ান বললেন, আমি অর্সিনোর দরবারে চলেছি।

সেবাস্তিয়ান চলে গেলেন, আন্তনিয়ো তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, সমস্ত দেবতাদের ভদ্রতা যেন তোমাকে ঘিরে আছে। অর্সিনোর দরবারে আমার বহু শত্রু আছে, কিন্তু তবু আমি সেখানে যাব—আমার যা হবার হবে। বিপদ তো আমাদের খেলা। আমি যাব—যাব!

॥ দুই ॥

রাজপথ।

সোজা চলে গেছে। চলেছে জনতা যে যার কাজে। এই পথে ম্যালভলিওর সঙ্গে ভায়োলার দেখা হয়ে গেল। ভায়োলা সবে অলিভিয়ার গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ম্যালভলিও সেই কথাই তাঁকে শুধালে।

ভায়োলা বললেন হ্যাঁ, এই মাত্রই বটে, ধীরে ধীরে এইটুকু পথ এসেছি।

ম্যালভলিও বললে, কর্ত্রী আপনাকে এই আঙটিটা ফেরত দিলেন। যদি এটা নিয়ে আসতেন, আমার আর এই হয়রানি হোত না। আর তিনি এও বলতে বললেন, আপনি আপনার মনিবকে একেবারে সাদা কথায়, সোজা কথায় বুঝিয়ে দেবেন, তিনি তাঁর অনুরাগিনী নন। আর একটা কথা—ওঁর হয়ে দরবার করতে আর ওখানে যাবেন না। তবে আংটিটা আপনার মনিব ফেরত নিয়েছেন—এ খবর দিতে যেতে পারেন। এই নিন, ধরুন আংটি।

ভায়োলা আংটি দেখে অবাক হলেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, এ আংটি তিনি আমার কাছ থেকে নিয়েছেন, আমি ফেরত নেব কেন?

না, না, এটি তিনি নেননি, আপনি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, এখন তিনি ওটি চান না—আপনার চোখের সামনে এই রইল—যদি না নেন তো যে পাবে সে নেবে।

ম্যালভলিও আঙটিটি পথের উপর রেখে চলে গেল। ভায়োলা ভাবতে বসলেন।

তিনি তো আঙটি দেন নি, তবে এ কি রহস্য? ঐ রূপসী কি ভেবেছেন মনে মনে। এ কি ভাগ্যের পরিহাস, আমার বাহিরের রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন এক নারী! এই ছদ্ম রূপের আড়ালে কি আছে, দেখতেও চাইলেন না! আমাকেই তিনি দেখেছেন চোখ আর মন দিয়ে, কথা শুনেছেন। প্রেমে মুগ্ধ হয়েছেন। হায়রে মেয়ে, এভাবে কেউ ছল করে ডাকে! সুন্দরী আমার উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন আঙটি। এখন উপায় কি? এর চেয়ে স্বপ্নকে ভালবাসলে না কেন সুন্দরী? তাও যে ভাল ছিল; এর চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু এ কি হল? এ কি ভ্রান্তি! আমার জন্য বিরহে দগ্ধ হবেন অলিভিয়া! নারী আমি, আমাকে ভুল করে ভালবাসবেন—একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! ভাগ্যই পরিহাস করে এ গ্রন্থি রচনা করল, সে-ই একমাত্র এ-গ্রন্থি খুলতে পারে।

ভায়োলো এমনি ভাবতে ভাবতে চললেন প্রভুর গৃহের দিকে।

॥ তিন ॥

রূপসী অলিভিয়ার গৃহে আবার আমরা ফিরে এলাম। দোর গোড়ায়ই আমাদের স্যার টবি ও স্যার আন্দ্রুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁরা যেন অভিসারের শেষে সবেমাত্র ফিরেছেন।

স্যার টবি বললেন, দুপুর রাতের পরে না ঘুমানো মানে দেরী করে ওঠা বইতো নয়!

স্যার আন্দ্রু জবাব দিলেন, আমি অতশত বুঝিনে। আমার কাছে দেরীতে ওঠার মানে দেরীতেই ওঠা।

স্যার টবি অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, এ এক ভুল সিদ্ধান্ত। যেমন শূন্যপাত্র আমার অপছন্দ, এও তাই। মাঝ রাতের পরে ঘুম থেকে জাগা আর বিছানায় শোওয়া মানে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া। তাই দুপুর রাতের পরে শোয়া মানে অসময়ে শোওয়া।

স্যার আন্দ্রু বললেন, লোকে তাই বলে বটে! তবে আমার কথা হচ্ছে, জীবনটাই খাওয়া আর মদ্য পানের জন্য তৈরী।

দুই বোকার সঙ্গে এবার এসে মিলল পেশাদার বোকা। আমাদের সেই ভাঁড়। পেশাই তার বোকামি, ভাঁড়ামিই তার হাতিয়ার, কিন্তু আসলে সে বোকা কিনা কে বলবে!

স্যার আন্দ্রু ভাঁড়কে দেখেই বলে উঠলেন, ঐ যে বোকারাম আসছে।

ভাঁড় অমনি পাল্টা জবাব দিলে, আপনারা কি কখনো 'আমরা তিন ইয়ার'—এ ছবি দেখেন নি?

স্যার টবি বলে উঠলেন, ওহে গাধা এস, এস! এবার গান ধরা যাক।

খানিকক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করার পর ভাঁড় গান ধরলে,

আমার প্রিয়া, আমার প্রিয়া
কোথা মরছ ঘুর্ ঘুর্ ঘুরিয়া?

এস সখি শোন, শোন,
এবার গাও গান
তোল তোল তোল তান
তারপরে হবে কি বল
প্রেমের পথ কি ফুরায়ে এল
তা তুমি জান কি ?

স্যার টবি আর আন্দ্রু হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

আবার শুরু হল গান—

প্রেম কাকে বল বল ?
সে তো নয় পরের কথা
আজিকার আনন্দের গাথা
আজিকার হাসি মাখা
ওগো সেইতো প্রেম সখা।
হেথা পরে কি হবে কে জানে
দেখব ফসল ফলে না এখানে।
তাই তো এস পিয়া
যাও গো চুমুটি দিয়া
মধু চুমু দাও ওগো দাও
শতেক চুমুর মধুটুকু নাও, নাও !
যৌবন যাবে যাবে
তার সাথে প্রেম যাবে
তার সাথে প্রেম যাবে।

দু'জনেই ভাঁড়ের কণ্ঠস্বর আর গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। নাচের সাধ হল। তারপর গানের পদ নিয়ে লেগে গেল ঝগড়া। সে ঝগড়াও মিটল। গান শুরু হতেই আবার মেরিয়া এসে হাজির।

সে এসে জানিয়ে দিলে, কর্ত্রীর কড়া হুকুম, মাতলামি এখানে চলবে না। তিনি ওদের দূর করে দিতে বলেছেন।

কিন্তু স্যার টবি থামেন না, স্যার আন্দ্রুও না। মেরিয়া আবার থামতে বললে।

কিন্তু কে কার কথা শুনে, 'তিন ইয়ারের' গান ধরেছেন তাঁরা। এমন সময় ম্যালভলিও ছুটে এল।

সে এসে বললে, মশাইরা কি পাগল হয়েছেন? এত রাতে মাতালের মত চিৎকার! আমার কর্ত্রীর বাড়ীখানা কি শুঁড়ির দোকান করে তুললেন না কি? স্থান, কাল, পাত্রের কথাও কি ভাবতে নেই—কোন মাত্রাজ্ঞানই কি নেই?

স্যার টবি চটে উঠে বললেন, কি বলছ—আমাদের গানে মাত্রা নেই?

ম্যালভলিও এবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলে, কর্ত্রী বলেছেন, আত্মীয় বলে তিনি আপনাকে ঠাঁই দিয়েছেন—কিন্তু আপনার এ চাল তিনি সইবেন না। আপনি যদি এই বদচাল ছাড়েন, এখানে দুশো খাতির পাবেন; আর না ছাড়লে বিদায় নিতে হবে। তিনি তো আপনাকে বিদায় দেবার জন্য মুখিয়ে আছেন।

স্যার টবির এসব কথা শোনার মত অবস্থা নয়, তিনি গেয়ে উঠলেন।

ওগো পিয়া, বিদায়, বিদায়! চলে যেতে হবে—বিদায় বিদায়!

মেরিয়া তাকে থামতে বললে, কিন্তু স্যার টবির গান আর থামে না। আবার ভাঁড়ও গান ধরলে,—

ওর চোখের কোলে
দোলে, দোলে
শেষ বিদায়ের চাউনি দোলে।

ম্যালভলিও বলে উঠল, তাই বটে।

স্যার টবি কেঁদে উঠলেন—

ওগো না, না
শেষ বিদায় নেব না
আমি মরব না।

ভাঁড় গাইলে—

তার তো আর নেই বাকি
তোমার কথা নিছক ফাঁকি।

তার গানে উত্তর দিলেন।

এ যেন কবির লড়াই চলেছে, চলেছে তর্জা। স্যার টবি অমনি বলে উঠলেন,—

যেতে বলব, তাকে যেতে বলব ?
বলে কি ফল হবে ? ভাঁড় বলে উঠল।
বিদায় দেব কি তারে কটু কথা বলে ?

ভাঁড় অমনি গেয়ে উঠল,—

না, না, না,
তা তো পারবে না।
সে সাহস তো হবে না !

স্যার টবি এবার খুব খুশি, বললেন, কি হে বাপু, আমাদের মাত্রা-জ্ঞান নেই ? তুমি মিথ্যেবাদী ! তুমি সরকার ছাড়া আর কি ! নিজে ধর্মপুত্তুর বলে আর কেউ মদ ছোঁবে না—ভাব না কি ?

ম্যালভলিওর আর সহ্য হল না, সে মেরিয়াকে বললে, আমি যাচ্ছি, কর্ত্রীকে সব কথা বলছি।

সে ছুটে চলে গেল।

মেরিয়া মনিবাণীর পেয়ারের ঝি, তার এই কর্তালি সহ্য হয় না। তাই সে বললে, কর্ত্রীর কাছে গিয়ে কুত্তার মতো কান নাড়্গে।

আন্দ্রু ম্যালভলিওর উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছেন, তিনি বললেন, যখন ক্ষিধে থাকে, তখনি খাওয়া উচিত। আমার মনে হয়, ওকে লড়াইয়ে ডাকি—তারপরে ওর সঙ্গে কথা না রেখে ওকে বোকা বানিয়ে দিই।

স্যার টবি বললেন, হাঁ গো বীর, তা-ই কর !

তোমার হয়ে আমিই লিখে দিচ্ছি লড়াইয়ের আহ্বানপত্র। বল তো, মুখে গিয়েও জানিয়ে আসতে পারি।

আবার হল্লা হবে সেই ভয়ে মেরিয়া ওঁদের দুজনকেই চুপ করতে বললে। সে এ-ও জানালে, ম্যালভলিওকে সে টিটূ করে দেবে। ম্যালভলিওর চরিত্র সে বর্ণনা করতে বসল।

ও একেবারে গোঁড়া সনাতনী। বড় বড় কথা মুখস্থ করে আওড়াতে ভালবাসে। মুখস্থ করা কথা আউড়ে মনে করে সেগুলি নিজের কথা। ওর আর একটি বিশ্বাস, যে মেয়েই ওকে দেখবে, ভালবাসবে। ঐখানেই ঘা মারতে হবে—ঐ ভাবেই শোধ তুলবো।

কি করবে শুনি গো মেরিয়া? স্যার টবি শুধালেন।

ওর চলার পথে একখানা ভাসা-ভাসা করে লেখা ভালবাসার চিঠি ফেলে রাখব। সেখানে ওর দাড়ির রং, ওর পায়ের গড়ন, চলার ভঙ্গী, চোখের নজর, কপাল আর গায়ের রং আর ভ্রু-র এমন বর্ণনা থাকবে যে, ও বুঝবে—ঐ চিঠি যার উদ্দেশ্যে সেই প্রেমিক ও নিজে না হয়েই যায় না। আমার কর্ত্রীর মতোই আমি চিঠি লিখতে দড়ো। আবার তাঁর হাতের লেখাও নকল করতে পারি। লেখা দেখে চিনতেই দায় হবে—কে লিখল!

বাঃ বাঃ—একটি জবর ফন্দি মনে হচ্ছে।

মেরিয়া বললে, যেখানে চিঠিখানা ফেলব, সেখানে আশে পাশে আপনারা লুকিয়ে থাকবেন। ঐ চিঠি পড়ে, তার মনে কি হয়—জানতে হবে। এখন শুয়ে পড়ুনগে—আর শুয়ে শুয়ে ঐ কথা ভাবুনগে।

মেরিয়া চলে গেল, ওঁরা দুজনেই খুশী মনে তাকে বিদায় দিলেন।

স্যার আন্দ্রু বলে উঠলেন. বেশ ছুঁড়ি!

আমাকে ভারি ভক্তি করে, স্যার টবি বললেন।

আন্দ্রু বললেন, আমাকেও একদিন ভক্তি দেখিয়েছিল।

দুজনে এবার শুতে চললেন হাত ধরাধরি করে।

স্যার টবি আন্দ্রুকে বললেন, এখনো টাকা আনতে লোক পাঠালেন না।

তোমার ভাইঝিটিকে না পেলে, আমার টাকাও মাঠে মারা গেল।

না, না, টাকা আনাও! শেষে তুমিই যদি শেষটায় তাকে না পাও, তাহলে আমাকে বোকা বলো।

যদি না বলি— আমাকে আর বিশ্বাস করো না। বলব—বলব—সে তুমি যাই বল!

আরে চল, চল, আর একটু বলা থাক্! এখন আর ওসব গান নয়—বড্ড দেরী হয়ে গেছে, চল হে, চল!

॥ চার ॥

অর্সিনোর প্রাসাদে আমরা ফিরে গেলাম। অর্সিনোর সম্পর্কে এখানে দু-চারটি কথা বলা দরকার। মহাকবি তাকে সামন্তরাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। মধ্যযুগে সামন্তরাজদের প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত। তাঁরা স্বাধীন রাজাদের মতো শাসন করতেন। তাদের সভায় থাকতেন বহু আমীর ওমরাহ। আমরা ইউলিয়া রাজ্যের সামন্তরাজ অর্সিনোকেও এই দলে ফেলতে পারি। কিন্তু অলিভিয়ার কথায় আমরা জানলাম, তিনি একজন সামন্ত জমিদার বা কাউন্ট। সামন্তরাজের অধীনেই থাকেন কাউন্ট। মহাকবি এই গোলমালের সূত্রপাত করেছেন, সুতরাং এর জন্য দায়ী তিনি—আমরা নই! যাহোক, কার দায়িত্ব সে সম্বন্ধে না ভেবে, আমরা অর্সিনোকে পরাক্রান্ত জমিদার বলেই মেনে নেব। এই জমিদারেরাও সময়ে সময়ে সামন্তরাজের মসনদ দখল করে বসেছেন, তাঁর দৃষ্টান্ত এদেশে এবং ওদেশে বহু আছে। যাহোক! আমাদের কাহিনী এবার শুরু হল।

বিরাম কক্ষে বসে আছেন অর্সিনো। তাঁর চারিপাশে কিউরিও প্রভৃতি সভাসদগণ। ভায়োলাও আছেন, তিনি তো অনুচর—থাকবেনই।

অর্সিনো গান শুনতে চাইলেন। ভায়োলাকে বললেন, সিজারিও সেই কাল রাত্রে যে গানটি শুনেছি আজ সেটি শুনতে চাই। হয়তো এতে আমার কামনার নিবৃত্তি হবে।

কিন্তু গায়ক তো এখানে নেই, সিজারিও জানালেন।

কে সে গায়ক?

সে বিদূষক, তার নাম ফেস্টে। মাননীয়া অলিভিয়ার পিতার সে ভাঁড় ছিল।

তাকে ডাক।

কিউরিও গায়ককে খুঁজতে চলে গেল, অর্সিনো এবার ভায়োলাকে ডাকলেন কাছে। এস, এস, কাছে এস সিজারিও। যদি কখনো

ভালবাস, সেই মধু বেদনার ভিতরে আমার কথা যেন তোমার মনে পড়ে। সত্যিকারের প্রেমিক যারা তারা তো আমারই মতো। তাঁরা অস্থির, চঞ্চল, শুধু প্রিয়ার ভালবাসায়ই তারা স্থির, অচঞ্চল।

সুরের আলাপ চলছিল, অর্সিনো শুধালেন, সুরটি কেমন লাগছে ?

যেখানে প্রেম আকৃষ্ট, তারই প্রতিধাবন যেন এই সুর।

চমৎকার বলেছ। আমার তো বিশ্বাস, তুমি কাউকে ভালবেসেছ। তাই না বালক !

একটু ভালবেসেছি, ভায়োলা বললেন !

কেমন সে নারী ?

আপনার মত তাকে দেখতে।

তাহলে সে তোমার যোগ্য নয়। তার বয়েস কত ?

প্রভু, আপনারই মত !

তোমার চেয়ে যে ঢের বড় ! নারীর উচিত তার চেয়ে বেশি বয়সের পুরুষকে নেওয়া। তাতে সে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারবে, স্বামীর মন পাবে, বালক, আমরা পুরুষরা নিজেদের যতই প্রশংসা করি আমাদের খেয়াল বড় অদ্ভুত, আমরা বড়ই চঞ্চল। কামনা যত ভদ্র হবে, ততো সে হবে অস্থির—তাই তাড়াতাড়ি তা শেষ হয়ে যায়। মেয়েদের তা হয় না !

আপনার কথাই মনে হয় ঠিক, ভায়োলা বললেন।

তাহলে তোমার প্রেমিকাকে হতে হবে তোমার চেয়ে কম বয়েসী। নইলে তোমার ভালবাসা থাকবে না। মেয়েরা তো গোলাপ ফুলের মত, ফোটে সৌন্দর্য নিয়ে, তারপরে সেই সঙ্গেই ঝরে পড়ে।

তাই প্রভু, ঠিক তাই । যখন পূর্ণতা পেল তখনই এল ধ্বংস।

কিউরিও এবার ভাঁড়কে নিয়ে এলেন, অর্সিনো তাকে গত রাতের সেই গানটি গাইতে বললেন। সে এক পুরানো দিনের গান, সরল সহজ তার বাণী। বর্ষিয়সী কুমারী আর বয়স্বকারিণীরা রোদে বসে বুনত আর গাইত এই গান। এ গান তো কামনা শান্ত করে দেয়, প্রেমের নিষ্পাপতার জয়গান করে।

এবার ভাঁড় সেই গান শুরু করে দিলে।

মরণ, ওগো মরণ
এস, এস, এস,
সাইপ্রাসবীথি মাঝে
হোক আমার শয়ান
আর নিঃশ্বাসটুকু ঝরে যাক।
এস, এস, এস,
মরণ তুমি এস!
আমি তো জীবন হারালাম,
নিঠুরা এক কুমারী আমাকে হত্যা করল,
আমার সাদা কাফন তৈরী কর গো কর
ফুল, সুগন্ধ ফুল তো নেই।
আমার কালো কাফনে
বিছিয়োনা ফুল।
বন্ধু যেন কেউ না আসে,
যেখানে প্রেমিক খুঁজে পাবে না,
সেখানে কবর দিয়ো আমাকে
ওরা যেন কাঁদতে না পায়।

অর্সিনো ফেস্তেকে বকশিস্ দিলেন।

ফেস্তে আনন্দিত, সে বললে, দুঃখের দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন! আপনার দেহের পোশাক যেন দরজি নানা রঙের তৈরি করে দেয়, কারণ আপনার মন তো মণি—সেখানে নানা রঙের খেলা। আমি চাই আপনার মত মানুষকে। এমনধারা গম্ভীর মানুষকে নিয়েই তো ভাসতে হয় সমুদ্রে। তার কর্মক্ষেত্র তো সর্বত্র, তাঁর কামনা তো বহুদিকে ছুটছে। সে তো বহুমুখী—বহু স্রোতময়ী।

ফেস্তে চলে গেল, সভাসদদের বিদায় দিলেন অর্সিনো। এখন শুধু তিনি আর ভায়োলা। ভায়োলাকে বললেন, সিজারিয়ো, আর একটিবার তুমি সেই নিষ্ঠুরা নারীর কাছে যাও—তাঁকে আমার প্রেম জানাও।

বল, এ প্রেম পৃথিবীর চেয়েও মহান, এ প্রেম তাঁর বিষয় কামনা করে না। সে নারীর মধ্যে যিনি রত্ন—তাঁকেই শুধু চায়।

কিন্তু তিনি যদি ভাল না বাসতে চান? সিজারিয়ো-বেশী ভায়োলা শুধাল।

এমন প্রেমের তো এ উত্তর হতে পারে না!

কেন পারে না! ধরুন, আপনার মত এমনি ব্যথায় ব্যথিত কোন মেয়ে যদি এই কথা বলে, আপনি তো তাকে ভালবাসতে পারেন না। সে কি তার উত্তর পাবে না!

অর্সিনো বলে উঠলো, নারীর প্রেম তো আমার মতো এমন গভীর হতে পারে না, নারীর হৃদয়ে তো এতখানি প্রেমের ঠাঁই নেই। নারীর মন তো প্রেমকে ধরে রাখতে পারে না—তাদের প্রেমকে বলা যায় ক্ষুধা—জিভেরই তার, যকৃতের ব্যাপার নয়; কিন্তু আমার এ প্রেম সাগরের মতোই—তারই মতোই ক্ষুধার্ত—তারই মত বুভুক্ষু—তাঁরই মতো গ্রাস করতে পারে। আমার অলিভিয়ার প্রতি ভালবাসার সঙ্গে নারীর ভালবাসার তুলনা কোরোনা সিজারিয়ো।

ভায়োলা এমনি করে জানাতে চেয়েছিলেন অর্সিনোর প্রতি তাঁর ভালবাসা, কিন্তু অলিভিয়া-ময় অর্শিনোর মন—তাই, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমি তা জানি—

কি জান তুমি?

জানি—নারীর হৃদয়ে আছে পুরুষের প্রতি গভীর প্রেম। আমাদের মতই তারা একনিষ্ঠ। আমার বাবার একটি মেয়ে ছিল, সে ভালবেসেছিল এক পুরুষকে—যেমন আমি মেয়ে হলে আপনাকে ভালবাসতাম, তেমনি সেও ঐ পুরুষটিকে বেসেছিল।

কি তার কাহিনী?

ভায়োলা বললে, সব শূন্য—ফাঁকা; সে তো তার ভালবাসার কথা জানালে না প্রেমিককে—লুকিয়ে রাখলে, কুঁড়ির ভিতরে কীটের মত। তার দু'টি কুসুম কোমল গালে তারা চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। সে বসে রইল বিষাদের ছবি হয়ে—কিন্তু মুখে রইল হাসি। এ কি ভালবাসা নয়?

আমরা পুরুষ অনেক কথা বলতে পারি, শপথ করতে পারি, কিন্তু আমাদের দেখানোটাই বড়, দুঃখটা নয়। আমরা শপথে দড়ো কিন্তু ভালবাসায় নয়।

তোমার ভগ্নীর কি ভালবাসায় মৃত্যু হল ?

আমার ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই একমাত্র বেঁচে আছি। প্রভু এবার আমি কুমারী অলিভিয়ার কাছে যাই।

যাও, আর এই মণিটি তাঁকে দিয়ো। বোলো—আমার প্রেম তো সইবে না তার প্রত্যাখ্যান।

দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

আবার আমরা অলিভিয়ার গৃহে এলাম। গৃহ না বলে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান বলাই ঠিক। কিন্তু ভায়োলার সঙ্গে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি মেরিয়া কি ভাবে ম্যালভলিয়োকে জব্দ করে তাই দেখতে। এখানে রঙ্গরসের অবতারণা হবে—একথা আমরা ভেবে নিতে পারি।

আমরা-এসে দেখা পেলাম স্যার টবি ও স্যার আন্দ্রু এই দুটি মাণিক-জোড়ের। এদের সঙ্গে আছে অলিভিয়ার ভৃত্য ফেবিয়ান।

স্যার টবি বললেন, আরে ফেবিয়ান যে !

ফেবিয়ান উত্তর দিলে, এমন রঙ্গ দেখতে যদি না আসি, তাহলে যেন দুঃখে মরে যাই।

ঐ—ঐ পাজিটা জব্দ হলে তুমি খুশি হবে, না ? স্যার টবি শুধালেন।

হব না আবার! ও লাগিয়ে-ভাঙিয়ে আমাকে কর্ত্রীর বিষনজরে ফেলেছে।

ওকে আমরা ভালুক বানিয়ে ছাড়বো, একেবারে রাম-বোকা বানিয়ে দেব।

স্যার আন্দ্রু সায় দিয়ে বললেন, যদি না দিই তো এ দুঃখ জীবনে যাবে না।

এবার নাটকের শুরু—মেরিয়া এসে দেখা দিল।

ওগো—হিন্দুস্থানের মণি, কেমন আছে? স্যার টবি আদর করে মেরিয়াকে শুধালেন।

মেরিয়া খুশি হলেও কাজের মেয়ে। সে কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না।

বললে, তোমরা তিনজনে গিয়ে ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াও। ম্যাল-ভলিওর আসার এই পথ। ও এই সময়ে নিজের ছায়াকে সহবৎ শেখায়। নজর রেখো, দেখবে—কি জব্দই না করি। ঐ চিঠি ওকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।

স্যার টবি, আন্দ্রু ও ফেবিয়ান গাছের আড়ালে লুকোলেন। এবার মেরিয়া একখানা চিঠি ফেলে দিলে পথের উপর। ঐ চিঠি রইল টোপ, মাছ এসে ঠিক বড়শী গিলবে। সেও চিঠিখানা দিয়েই চলে গেল। এদিকে ম্যালভলিও এসে দেখা দিল।

ম্যালভলিও নিজের ভাগ্যের কথা বলতে বলতে এসে ঢুকল। সবই বরাত-বরাত! মেরিয়া বলেছিল, আমার উপর কর্ত্রীর একটু টান আছে। তিনি নাকি বলেছিলেন, যদি বিয়ে করেন তো তাঁর স্বামীর চেহারাটি হবে ঠিক আমার মতন! তাছাড়া তিনি আমাকে আর সবার চেয়ে একটু সম্মান করেও কথা বলেন। এতে কি ভাবব?

স্যার টবি গাছের আড়াল থেকে ফিসফিস করে বলে উঠলেন—বেটা পাজি!

ফেবিয়ান তাঁকে ঠাণ্ডা করে বললে, আপনি শান্ত হন মশাই। ভাবতে ভাবতে উনি এখন মোরগের মত পালক ফুলোচ্ছেন।

দেব নাকি এক চড় কষিয়ে, বীর নায়ক আন্দ্রু বলে উঠলেন।

স্যার টবি তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

ম্যালভলিও সুখ স্বপ্নে বিভোর। সে বললে, তা এরও এক উদাহরণ আছে। স্টাচিব জমিদারণী নিজেরই সাজ-কামরায় এক খিদ্‌মদগারকে বিয়ে করে বসলেন।

গাছের আড়ালে স্যার টবি আর আন্দ্রু ক্ষেপে উঠলেন, আবার তাদের থামালে ফেবিয়ান।

ম্যালভলিওর কল্পনা এবার পাখা মেলে উধাও হয়ে চলল। সে হবে কাউণ্ট ম্যালভলিও, মস্ত জমিদার। মখমলের জোব্বা চাপিয়ে ঘুম থেকে উঠে আসবে—অলিভিয়া তখনো ঘুমোবেন। সে এসে ডাকবে তার কর্মচারীদের, তারপর ঐ আত্মীয় টবিকে তলব দেবে।

টবি শুনে ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু ফেবিয়ান তাঁকে শান্ত করলেন।

ম্যালভলিও সুখস্বপ্নে বিভোর। মনের ভাবনা তার কামনার মত উধাও। স্যার টবি আসবে, তাকে দেখে আমি ভ্রূকুটি করবো। সে আমায় সেলাম করবে। তার দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দেব, একটু হাসি খেলে যাব মুখে।

টবি গর্জে উঠলেন, আর আমি ঠোঁটে এক ঘুষি ঝাড়ব।

ম্যালভলিও শোনেনি, সে ভেবেই চলেছে, বলব—টবি, তোমার ভাই-ঝির সঙ্গে আমার ভাগ্য এক হয়ে গেছে, তাই একথা বলার আমার দাবি আছে। তুমি এক হাঁদারাম যোদ্ধার সঙ্গে মিশে তোমার সময় নষ্ট করছ।

এবার গাছের আড়াল থেকে আন্দ্রু গর্জে উঠলেন। কিন্তু ম্যালভলিও নিজের সুখস্বপ্নে বিভোর। সে শুনতে পায় নি। হঠাৎ সে চিঠিখানা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিলে। ম্যালভলিও হাতের লেখা দেখে চিনলে। এ তার কর্ত্রীর হাতের লেখা। ঠিক অবিকল তাঁরই মতন, আর ও লেখা সে চেনে। বহুবার দেখেছে, ওর টানটোনগুলোও তার জানা। এবার সে পড়তে লাগল চিঠি।

আমার আজানা প্রিয়কে লিখিলাম এ চিঠি, তাকে জানালেম আমার সম্ভাষণ। একথা পড়েই ম্যালভলিওর মনে হল, এতো তাঁর কর্ত্রীর চিঠিরই বয়ান। আবার চিঠির সীলমোহরও তাঁর। কার কাছে এ চিঠি লিখলেন, এখন এই তাঁর প্রশ্ন। কার কাছে? তার কাছে! তার কাছে কি?

প্রশ্ন মনে ফুট কাটলেও, এদিকে চিঠি পড়তে লাগল ম্যালভলিও।

> জেহ্‌ভা—জানেন ভালবাসি তারে
> সে আমার প্রিয়—ভালবাসি যারে
> ওগো অধর—যেন নড়ো না
> সে কথা তো কোয়ো না।

কেউ জানবে না প্রেম আমার
যারে পূজা করি, আদেশি তাহারে
স্তব্ধ রেখেছি আমার হিয়ায়
ছুরিতে আমার হিয়া ক্ষত হল
রক্ত ঝরে না, আঘাত পেল।

ম্যালভলিও চিঠি পড়ে ভাবতে বসল। তার মনে পড়ল—এ চিঠি তাকেই লেখা! সে তো কর্ত্রীর দাস, তাকে পূজা করলেও আদেশ করতে হয়। সে চিঠির ছত্রগুলি নিয়ে চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে বসল। কিন্তু চিঠি তো শেষ হয়নি। পদ্যের পরে গদ্য। এবার গদ্য লেখার অংশ পড়া শুরু হল :—

এই পত্র যদি তোমার হাতে পড়ে, ভেবে দেখো। আমার ভাগ্য আমাকে তোমার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে, কিন্তু এই পদমর্যাদায় ভয় পেও না। কেউ কেউ মহান হয়েই জন্মায়, কেউ বা মহত্ত্ব অর্জন করে, আবার কারো উপরে বা মহত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। তোমার ভাগ্য মুক্তহস্ত—তার সে দান গ্রহণ কর। তোমার ঐ দীনতার খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি নবীন হয়ে এস। আত্মীয়দের বিরোধী হবে, দাসদের প্রতি বিরূপ। তোমার জিভে থাকবে রাজনীতির কথা। তোমার জন্য যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ তারই পরামর্শ……। তা যদি না চাও, চিরদিন সরকার হয়েই থাক—দাসদাসীর সঙ্গে মিতালী কর—ভাগ্যের স্পর্শও তুমি পাবে না। বিদায়! যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বদল করতে চায়—

ইতি—
সেই সুখহীনা ভাগ্যবতী।

ম্যালভলিও চিঠি পড়ে বলে উঠল, দিনের-আলো এর চেয়ে বেশি আবিষ্কার করতে পারে না। এ অতি স্পষ্ট। আমি বড় হব, আমি রাজনীতির বই পড়ব। স্যার টবিকে আমি তাড়াব—যত ইতর লোকের সংসর্গ ছাড়ব—আমি হব ঠিক তাঁর মনের মানুষটি। এ আমি বোকামি করছিনে, আমার মনিবাণী আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমার

হলদে মোজার প্রশংসা করেছিলেন, আমার সুঠাম পা দুখানির কথাও বলেছিলেন। এতেই তো তার ভালবাসার প্রকাশ। আমি সুখী—আমি হব সুখী, হব অসাধারণ। আবার—

আবার সে পড়তে লাগল।

আমি কে তা তো বুঝতেই পার। আমার প্রতি তোমার যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে সে যেন ফুটে উঠে তোমার হাসিতে। তোমার হাসিটি সত্যি সুন্দর—তোমাকে বেশ মানায়। তাহলে আমার সামনে এসে হাসবে। ওগো মধু প্রিয়—এই তো আমার প্রার্থনা—আমার কামনা।

ম্যালভলিও সুখস্বপ্নে মসগুল হয়ে চলে গেল। গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন স্যার টবি, আন্দ্রু আর ফেবিয়ান।

ফেবিয়ান বললে, পারস্যের শা যদি আমাকে হাজার মোহর বৃত্তিও দেন, এই রংদার ব্যাপারে থাকতে পেলে তাও ছাড়তে আমি রাজী। স্যার টবি বলে উঠলেন, এমন কৌশলের জন্য তারিফ করছি। ছুঁড়ীকে বিয়ে করতে সাধ যাচ্ছে।

আমারও তাই, স্যার আন্দ্রু বললেন।

এমনি মজাদার ব্যাপার হলে আমি আর যৌতুক চাইনে।

এরই মধ্যে মেরিয়া এসে ঢুকল।

স্যার টবি বলে উঠলেন, মেরিয়া আমার গলার উপরে রাখ তোমার পা দু'খানি। আমি তোমার দাস হতে চাই।

স্যার আন্দ্রুও সায় দিলেন তাঁর কথায়।

স্যার টবি বললেন, তুমি এখন স্বপ্নে ওকে ডুবিয়ে দিয়েছ, যখন স্বপ্ন ঘুচবে, ও পাগল হয়ে যাবে।

সত্যি, সত্যি বলছেন—কাজ হয়েছে?—মেরিয়া শুধালে।

স্যার টবি বললেন—বহুৎ—খুব। ধাত্রীর কাছে যেমন ব্রাণ্ডী—এও যেন তাই।

মেরিয়া বললে, তাহলে শুনুন, এই রঙ্ তামাসার যদি ফল দেখতে চান, তাহলে ও যখন কর্ত্রীর কাছে আজ যাবে, তখন কাছে-পিঠে থাকতে

হবে। হলদে মোজা পায়ে গার্টার চড়িয়ে ও যাবে। আর অমন পোশাক মনিবাণী ছ'চোখে দেখতে পারেন না। ও আবার গিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসবে, তিনি মনের এই দশায় হাসি বরদাস্তই করতে পারেন না। তার উপরে অমন গা-জ্বালানো হাসি। মজা দেখতে চান তো আসুন আমার সঙ্গে।

ওরা দু'জনে মেরিয়ার সঙ্গে ছুটলেন মজা দেখতে।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

আবার অলিভিয়ার গৃহসংলগ্ন উদ্যানেই যবনিকা উঠল। এবারে ভাঁড়ের দল নেই। শুধু আছেন পুরুষবেশী ভায়োলা আর বেহালা হাতে ফেস্তে।

ভায়োলা বললেন, বন্ধু, আপনার বেহালা থামান, আপনি কি বেহালা বাজিয়ে দিন কাটান ?

না, আমি গীর্জায় দিন কাটাই, ফেস্তে উত্তর দিলে।

তাহলে আপনি গীর্জার মানুষ ?

না, না, আমি গীর্জার কাছে থাকি।

ও এই কথা। তাহলে যে ভিখারী রাজার বাড়ির কাছে থাকে, সে বলতে পারে সে রাজবাড়িতে থাকে।

ফেস্তের কথাটা শুনে ভায়োলার ভাল লাগল, সে বললে, আপনি বলছেন বটে কথাখানা ! কথা তো আর কিছু নয়, পাকা যার বুদ্ধি তার কাছে যেন হাতের দস্তানা। ভিতরটা কখন যে বাইরে আসবে, আর বাইরেটা কখন যে ভিতরে যাবে কেউ বলতে পারে না।

ভায়োলা বললেন, তা বটে ! যারা কথা নিয়ে রোজ খেলা করে, তারা কথা দিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে পারে।

ফেস্তে বলল, তাইতো ভাবি, আমার বোনের নাম না থাকলে বেশ হোত !

কেন ?

নাম তো একটা কথা। আর রোজ ঐ কথার কারবার করতে গিয়ে

সে না একটা কেলেঙ্কারী করে বসে। কথাগুলো ভারি বদমাস হয়ে উঠেছে।

এ কথার যুক্তি কি ?

যুক্তি দিতে গেলে কথা চাই। আজকাল কথাগুলো এত ঠক হয়েছে যে, ওদের সঙ্গে তর্ক করাই দায়।

ভায়োলা হেসে বললেন, আপনি আমুদে মানুষ, কোনো কিছুর ধার ধারেন না।

না, না, ফেস্তে মাথা নাড়লো—কিছু কিছু ধার ধারি বইকি। কিন্তু আপনার ধার ধারি নে।

আপনি অলিভিয়ার বোকা ভাঁড় বুঝি ?

না, না, অলিভিয়া-ঠাকরুণের কোন বোকামি নেই, তিনি বোকাকে তাঁবে রাখেন না—অবশ্য বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ওকথা বলা চলে। চিংড়ী মাছ আর হেরিং মাছে যতটুকু তফাৎ—ঠিক ততটুকু তফাৎ বোকায় আর সোয়ামিতে। সোয়ামি একটু বড় বোকা এই যা তফাৎ। আমি তাঁর হাবা-বোবা জীবটি নই।

আপনাকে না আজকেই দরবারে দেখলাম।

বোকামি সূর্যের মতোই। সব জায়গায় ওর আলো। আমাকে আপনার হুজুরের কাছে ও যেতে হয়, আবার আমার হুজুরাণীর কাছেও থাকতে হয়। মনে হয়, সেখানে আপনার বুদ্ধির বহর দেখেছি।

আমাকে নিয়ে পড়লে বুঝি! ওসব চলবে না। এই নাও বকশিস্।

একটি মোহর দিলেন ভায়োলা, ফেস্তে হাত পেতে নিয়ে বললে, এর পরের রপ্তানিতে দেবতা যেন আপনাকে খানিকটা দাড়ি পাঠিয়ে দেন।

সত্যি, দাড়ির জন্য আমি হেদিয়ে মরছি। তারপর আপন মনে বললেন ভায়োলা—কিন্তু আমার চিবুকে দাড়ি আমি চাইনে। কর্ত্রী বাড়ি আছেন ?

ফেস্তে ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আর জুড়ি নেই ?

ভায়োলা আবার একটি মোহর দিলেন, ফেস্তে চলে গেল।

ভায়োলা আপন মনে বলে উঠলেন, এই মূর্খের ভাড়ামি করার মতো বুদ্ধি আছে। ও যাদের নিয়ে রঙ্গ করে তাদের ভাবভঙ্গীর দিকে নজর রাখতে হয়। এ এক মেহনতি ব্যাপার, বুদ্ধিমানেরই এ কাজ। ও যে বোকামি নিপুনভাবে দেখায়, সে তো বেশ মানিয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানদের বোকামি তো মানায় না।

ভায়োলার ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়ে মাণিকজোড় স্যার টবি আর স্যার আন্দ্রু এসে হাজির হলেন। নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা শেষ হল। ভায়োলা জানালেন, আমি আপনার ভাই-ঝির কাছে এসেছি।

স্যার টবি বললেন, তাহলে আপনার পা' দুখানির পরীক্ষায় লেগে যান—তাদের একটু সবল করুন!

আমি এবার ঢুকতে চাই! ঢুকছি।

এগুবেন এমন সময় অলিভিয়া ও মেরিয়া এসে প্রবেশ করলেন। ভায়োলা অলিভিয়াকে সম্ভাষণ জানালেন, হে চমৎকারিণী, হে অশেষ গুণশালিনী—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক!

স্যার টবি বলে উঠলেন, বা ছোঁড়ার কথা বলার কায়দা আছে তো!

অলিভিয়া হুকুম দিলেন, উদ্যানের দরজা বন্ধ করে দাও। তোমরা চলে যাও।

সবাই চলে যেতে অলিভিয়া এগিয়ে এসে ভায়োলাকে বললেন, আমার হাতে হাত মেলাও!

ভায়োলা বললেন, সে তো আমার কর্তব্য।

তোমার নামটি কি?

কুমারী—আপনার দাসের নাম সিজারিও।

তুমি আমার দাস! কুমার তুমি তো অর্সিনোর দাস।

তিনি তো আপনার, তাঁর দাসও আপনারই হতে হবে। আপনার দাসের দাস তো আপনার দাস।

অলিভিয়া বললেন, তাঁর কথা যদি বল, আমি তাঁর কথা ভাবিনে, তাঁর মনের ভাবনা আমাকে দিয়ে পূর্ণ না করে, শূন্য রাখুন—এই আমার সাধ!

ভায়োলা আনন্দিত, বললেন, আমি তাঁর হয়েই এসেছি আপনার কাছে।

তাঁর কথা আমাকে বলবে না। তবে আর একটা কাজের ভার নিয়ে তুমি যদি যাও তোমার কথা শুনব মন দিয়ে—চাইব না স্বর্গের সঙ্গীত শুনতে।

ভায়োলা বুঝলেন, প্রেম নিবেদনের সময় এসেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে অভিনয় করে বললেন—কি বলছেন ভদ্রে—

আমাকে বলবার অবসর দাও, অলিভিয়া বলে উঠলেন! আমি তোমার খোঁজে ঐ আঙটিটি পাঠিয়েছিলাম! তুমি কি যাদু আমাকে করে গেলে কুমার! সেদিন নিজেকে আর সবাইকে গাল দিয়েছি—একি করলাম—একি ছলনার আশ্রয় নিলাম! তুমি যে ভাবে খুশী ভাবতে পার! তুমি আমার সরম-সম্মান সব হরণ করে নিয়েছ—তোমার হৃদয় তো উৎপীড়ন জানে। সে তো বুঝতে পারবে না আমার এই জ্বালা। আমার এতো বুক নয়, সেখানে আছে সাইপ্রাস কুঞ্জের ঘন বিষাদ। বল—কি বলবে বল!

ভায়োলা নিজেও নারী, নিজেও প্রেমিকা—নারী-জাতির প্রতি তার সমবেদনা উথলে উঠল—তিনি শুধু বললেন—আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়।

অলিভিয়া অমনি বলে উঠলেন, দুঃখ, করুণা তো প্রেমেরই লক্ষণ।

না, না, এ প্রেমের লক্ষণ নয়। আমরা তো শত্রুকেও করুণা করি।

তাহলে আবার আমার হাসবার সময় এল কুমার। শুধু তোমাকে শুধাই, গর্বে কি অতি দরিদ্র কখনো উদ্ধত হয়? যদি কারো গ্রাসেই পড়তে হয়, ভালুকের চেয়ে পশুরাজ তো নিশ্চয়ই ভাল।

এমন সময় ঢং করে বাজল ঘড়ি।

অলিভিয়া শুনে আবার বলতে লাগলেন, ঐ ঘড়ি আমাকে বলছে, ওলো অলিভিয়া বৃথাই সময় কাটালি। কুমার, ভয় পেওনা। তোমাকে আমি চাই না। বুদ্ধি যখন তোমার পাকা হবে, যৌবন হবে পরিণত,

যখন তোমার পত্নী তোমাকে পাবেন মধু-স্বামী রূপে। তোমার পথ তো সেইখানে—পশ্চিম দিকে যাও বন্ধু—যাও!

তাহলে পশ্চিম দিকেই চল পথিক!

ভায়োলা বলে উঠলেন, দেবি, তোমাকে ঘিরে থাক লাবণ্য আর চিত্তের শুভ্রতা। আমার প্রভুকে কিছু তো বলার নেই?

অলিভিয়া বলে উঠলেন, একটু থাক—বল—আমাকে কি ভাবলে কুমার?

তুমি যা ভাব, তুমি তো তাই নও।

আমিও ঠিক তাই ভাবি—তুমি যা—তা তো তুমি নও!

তাহলে ঠিকই ভাবছেন দেবি—আমি যা, তা তো আমি নই!

আমার মন যা চায়—তুমি যদি তাই হতে!

দেবি—আমি যা আছি তার চেয়ে কি ভাল হোত? বোধ হয় ভালই হোত—এখন তো আমি আপনার কাছে বোকা বনলাম।

অলিভিয়া ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, ওর ঐ অধরের ঘৃণা আর বিদ্রূপও সুন্দর হয়ে ওঠে। হত্যার অপরাধ মানুষ লুকিয়ে রাখে—কিন্তু প্রেম যেমন করে লুকিয়ে রাখে প্রেমিক-প্রেমিকা—তেমনি তো পারে না। সিজারিও—ঐ বসন্তের ফুলদলের দোহাই দিয়ে বলছি, আমার কুমারীত্ব, আমার সতীধর্মের নামে বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার সমস্ত ঔদ্ধত্য, তোমার গর্ব তো আমার এ কামনাকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না। তোমাকে ভালবেসেছি বলে তুমিও যে ভালবাসবে এমন কথা নেই! যে-ভালবাসা প্রতিদান পেল সে তো ভাল, কিন্তু যে ভালবাসা প্রতিদান চায় না সে তো আরো ভাল।

অলিভিয়ার প্রেম নিবেদন শুনে ভায়োলা বলে উঠলেন, আমি আমার পবিত্র কৌমার্যের নামে শপথ করছি, আমার হৃদয় একখানি, বক্ষ একখানি, সত্যও একটি, কেউ তো তার অর্ধস্বামিনী হতে পারবে না। তাই বিদায় দেবি। আর তো আমি আমার প্রভুর অশ্রু নিয়ে আপনার কাছে নিবেদন করতে আসব না।

অলিভিয়া বলে উঠলেন, তবু এসো—আবার এসো—হয়তো যে-হৃদয়

তোমার প্রভুর ভালবাসাকে ঘৃণা করছে, হয় তো সে-হৃদয়কে অনুরাগে তুমি ভরে দিতে পারবে।

॥ দুই ॥

অলিভিয়ার উদ্যানে প্রণয় নিবেদন হয়ে গেল, এবার আমরা এলাম গৃহে, সেখানে আবার মাণিক-জোড়ের দেখা। সেই স্যার টবি আর স্যার আন্দ্রু আবার আর এক ইয়ার জুটেছে ফেবিয়ান। স্যার আন্দ্রু ক্ষেপে উঠেছেন, দু'জনে তাঁকে বোঝাচ্ছেন।

না, না, এখানে আর এক তিল থাকবো না, স্যার আন্দ্রু বলে উঠলেন।

স্যার টবি শুধালেন, কারণটা কি ক্ষ্যাপা মশাই, কারণটা আমাদের বল।

ফেবিয়ানও তাঁর কথায় সায় দিলে।

স্যার আন্দ্রু বললেন, তোমার ভাইঝিটা ঐ অর্সিনোর চাকরটিকে যে রকম পেয়ার করছেন, অমন পেয়ার তো আমাকে কস্মিন্‌কালেও করেননি! আমি বাগানে দেখে এলাম।

ঠিক দেখেছেন! আমি যেমন তোমাকে দেখছি, তেমনি দেখেছেন।

ফেবিয়ান বললে, তাহলে তো আপনার উপর তাঁর যে ভালবাসা আছে, এ তারই প্রমাণ।

স্যার আন্দ্রু ক্ষেপে উঠে বললেন, ভালবাসা নয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! আমাকে কি বোকা ঠাউরেছ?

আমি প্রমাণ করে দেব মশাই, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেব।

এই বলে প্রমাণ শুরু করে দিলে।

আপনাকে রাগাবার জন্যই তিনি ঐ ছোকরাকে আপনার সুমুখে পেয়ার করলেন, আপনার ঘুমন্ত সাহস জাগাতে চাইলেন। আপনার বুকে জ্বালতে চাইলেন আগুন, আর ফুসফুসেও আগুন। তখন

আপনার তাঁর কাছে এগিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। তাজা রঙ্গরসে ছোকরাকে নাজেহাল করাই আপনার উচিত ছিল। আপনার কাছ থেকে এই তো আশা করা গিয়েছিল, অথচ আপনি সব মাটি করে দিলেন। আপনি এমন দু'দিকের গিল্টি মোড়া সুযোগ হারালেন, এখন তো আপনি কর্ত্রীর সুনজরের বাইরে চলে গেছেন, এখনো যদি কিছু একটা করতে না পারেন, তাহলে ওলন্দাজের দাড়িতে গলন্ত বরফের মতো ঝুলে থাকতে হবে।

স্যার আন্দ্রু বলে উঠলেন, যদি কোনো পথ থাকে তো সে আমার মুরদের পথ—ওসব কূটনীতি আমি বুঝি নে।

স্যার টবি বললেন, তাহলে সাহসের উপরেই তোমার বরাতের কেল্লা গড়ে তুলতে দাও। কাউন্টের ঐ ছোঁড়ার কাছে লড়াইয়ের চিঠি পাঠাও। তাকে এগারো জায়গায় জখম কর। আমার ভাইঝিটির নেক-নজরে পড়বে। আর একথা তোমাকে হলফ করে বলতে পারি, সাহসের কাজই এ দুনিয়ায় জবর ঘটকালি।

ফেবিয়ানও সায় দিলে, এ ছাড়া আর উপায় নেই।

স্যার আন্দ্রু শুধালেন, তোমরা কি চিঠি লিখে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে?

হাঁ—দেব, স্যার টবি বললেন, বেশ গোটা গোটা করে লিখে নিয়ে এস। ভাষা হবে কাটছাঁট, ধারালো। কথার চকমকি থাকুক আর না থাকুক, চিঠি যেন কথা কইবে—থাকবে নতুন কথা। কালির আঁচড়ে খোঁচা মারবে। যত প্যার মিছে কথায় ভরিয়ে দেবে। কালিতে যেন বেশ খানিকটা বিষ থাকে, তা হাঁসের পাখের কলম বা যা দিয়েই তুমি লেখনা কেন?

তোমাদের কোথায় পাব? স্যার আন্দ্রু শুধালেন।

তোমার ওখানে নিজে গিয়েই হাজির হব।

স্যার আন্দ্রু চলে গেলে ফেবিয়ান বললে, বেশ লোকটি পেয়েছেন।

দু'টি হাজার নিয়েছি, তবে প্রাণের বন্ধু করেছি, স্যার টবি হাসলেন।

ওর কাছ থেকে একখানা আজব চিঠি তো পাব, কিন্তু সেটি বিলি করবেন তো ?

ছোকরার কাছ থেকে জবাবও আদায় করতে হবে।

ওঁরা বলাবলি করছেন, এমন সময় এসে ঢুকল মেরিয়া।

মেরিয়া এসেই বললে, যদি মুর্চ্ছা যেতে হয় আর হেসে কুটিপাটি হতে হয় তো আমার সঙ্গে চলে আসুন! ঐ ম্যালভলিয়ো বেটা তো এখন কাফেরেরও অধম হয়ে গেছে।

হলদে গার্টার চড়িয়েছে মোজায় ? স্যার টবি শুধালেন।

হাঁ, চড়িয়েছে, ঠিক গীর্জার পণ্ডিতের মতো। ওর পেছু পেছু খুনীর মতো আমি লেগে আছি। চিঠির প্রতিটি হরফের সঙ্গে মিল রেখে ও কাজ করছে। জানি আমার কর্ত্রী ঠিক ওকে এক ঘা বসিয়ে দেবেন। ঘা কষালেও ও ঠিক হাসবে। ভাববে এও তাঁর নেকনজর।

চল, চল, নিয়ে চল! স্যার টবি একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন।

ওরা তিনজনে চলল ম্যালভলিওকে দেখতে।

॥ তিন ॥

কাহিনী এতক্ষণ বিস্মৃত হয়েছিল সেবাস্তিয়ানকে। এবার তাকে আমরা ইউলিয়ার পথে দেখতে পেলাম। আন্তনিয়োর ইউলিয়ায় বহু শত্রু, তবু সে এসেছে ছায়ার মতো বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে। দু'জনের পথেই দেখা হয়ে গেল।

সেবাস্তিয়ান আন্তনিয়োকে দেখে উৎফুল্ল: বললেন, আমি চাইনি তুমি আমার সাথী হও, তোমাকে বিব্রত করার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তুমি যখন স্বেচ্ছায় এসেছ, আমি আর তোমাকে ভর্ৎসনা করবো না।

আমি তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না, আন্তনিয়ো বললে। আমার তোমার সঙ্গ কামনা তো শান-দেওয়া ইস্পাতের চেয়েও ভীষণ, সে আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল। শুধু ভালবাসাই নয় কিন্তু বন্ধু, এর মধ্যে ঈর্ষাও আছে। তুমি চলেছ ভ্রমণে, কত কি ঘটতে পারে তোমার তা

জানবার ইচ্ছাও আমাকে টেনে এনেছে। তুমি তো এখানকার কিছুই জান না—বন্ধুহীন হয়ে এই আতিথ্যবিহীন দেশে কি করবে সেই ভাবনায়ও আমি ভাবিত। আমার ভালবাসা তো আছেই—তাছাড়া এই আশংকাও আমাকে টেনে এনেছে।

বন্ধু আন্তনিয়ো, আর তো কোনো কথা কইব না, শুধু ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে। ধন্যবাদ—বহু বহু ধন্যবাদ! আমার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তুমি আরো পাবে। এখন কি করব বল তো? শহরের দর্শনীয় বস্তু দেখতে যাব।

সে কাল হবে। চল আগে তোমার আস্তানায় যাই।

আমি তো ক্লান্ত নই! রাতও বেশী হয়নি! চল, তার চেয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি এই বিখ্যাত নগর।

আন্তনিয়ো জানালে, আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু, আমি এ শহরের পথে হাঁটতে ভয় পাই। এখানে আছে পদে পদে বিপদ। এক নৌ-যুদ্ধে অর্সিনোর বিরোধী পক্ষে ছিলাম আমি, তাই যদি ধরা পড়ি, রেহাই তো পাব না!

বোধ হয় রাজার বহু সৈন্য তুমি ধ্বংস করেছিলে।

না, না, অমন ভীষণ রক্তারক্তির কাণ্ড নয়! কিন্তু বিবাদে বহু রক্তপাতই হয়েছিল। ওদের যে ক্ষতি করেছিলাম, ওরা তার প্রতিশোধ চাইবে বই কি? আমরা যা কেড়ে নিয়েছিলাম, সব ফিরিয়ে দিয়েছি। ধরা পড়লে আমার আর মুক্তি নেই।

তাহলে প্রকাশ্যে এখন ঘুরে বেড়িয়ো না। নিষেধ করলেন সেবাস্তিয়ান।

তা উচিতও নয়! এই নাও আমার টাকার থলে। দক্ষিণ শহরতলিতে এলিফ্যাণ্ট হোটেলেই আস্তানা পাতা ভাল। আমি যাই খাবারের খোঁজে, তুমি দেখে শুনে সময় কাটাও, নিজের জ্ঞান বাড়াও। ঐ সরাইখানায় আমাকে পাবে।

তোমার থলে নেব কেন? সেবাস্তিয়ান বললে।

যদি কোন জিনিস চোখে পড়ে, কি কিছু কিনতে সাধ যায় তো

কিনবে। আমার তো মনে হয়, তোমার যা পুঁজি, তাতে সখের জিনিস কেনা চলে না!

তাহলে সেই কথা রইল, আমি হলাম তোমার থলেদার। এক ঘণ্টার জন্যে বিদায় নিচ্ছি।

তাহলে এলিফ্যান্টেই দেখা হবে।

মনে থাকবে।

দু'জন দু'দিকে চলে গেল।

॥ চার ॥

পথ থেকে আবার আমরা অলিভিয়ার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে এলাম। মেরিয়া আর অলিভিয়াকে দেখা গেল। তারা আলাপ করছেন.

তাকে আসতে বললাম, সে বললে, আসবে।

অলিভিয়া বললেন, কি খাওয়াব, কি দেব ওকে? যৌবনকে তো দাম দিতেই হবে। ভিক্ষা বা ধারে তো তাকে পাওয়া যায় না। বড় জোরে কথা কইছি মেরিয়া। ম্যালভলিয়ো কোথায়? লোকটা ভদ্র আর গম্ভীর। আমার পক্ষে ভাল চাকর। ম্যালভলিয়ো কোথায় মেরিয়া?

সে আসছে, কিন্তু বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। নিশ্চয়ই ক্ষেপে গেছে, মেরিয়া জানালে।

কি হয়েছে? পাগলামি করছে?

না, শুধু মিটি মিটি হাসছে। ও এলে আপনার কাছে কেউ থাকলে ভাল হয়। লোকটার বুদ্ধি-শুদ্ধি বুঝি লোপ পেয়েছে।

যাও তাকে ডেকে নিয়ে এস।

মেরিয়া চলে গেল। অলিভিয়া আত্মগত হয়ে বলে উঠলেন, আমি তো ওর মতোই পাগল—যদি বিষণ্ণতা আর প্রাণখোলা হাসিমাখা পাগলামি এক হয়!

মেরিয়া ম্যালভলিয়োকে নিয়ে এল।

ম্যালভলিয়ো কি খবর? অলিভিয়া শুধালেন।

ম্যালভলিয়ো বলে উঠল—মধুরহাসিনী দেবী! সে হেসে উঠল।

অলিভিয়া বললেন, তুমি হাসছ? আমি দুঃখে আছি—তাই তোমাকে ডেকেছি।

দেবি—আপনি দুঃখী? আমিও দুঃখী হতে জানি। এই ধড়াচূড়ো রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যদি একজনের চোখে ভাল লাগে, তাহলে আমার চতুর্দ্দশপদী কবিতাও সত্য হয়ে উঠবে। একের আনন্দে অন্যের আনন্দ হল।

অলিভিরা অবাক হয়ে শুধালেন, কি হয়েছে তোমার?

ম্যালভলিয়ো উত্তর দিলে, আমার মনে তো কালো নেই, যদিও পায়ে আছে হলদে মোজা!

ম্যালভলিয়োর প্রলাপ শুনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন অলিভিয়া। বললেন, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়গে ম্যালভলিয়ো।

বিছানায়? হাগো মধু প্রিয়া, তোমার কাছে আমি আসবো।

অমন করে হাসছ কেন, অমন করে চুমু খাচ্ছ কেন ঘন ঘন হাতে?

ম্যালভলিয়ো বললে, মহত্বকে ভয় পেওনা—চমৎকার লেখা!

তার মানে কি ম্যালভলিয়ো? অলিভিয়া শুধালেন।

ম্যালভলিয়ো বলে যেতে লাগল—কেউ কেউ মহান্ হয়েই জন্মায়—কেউ বা কীর্তিতে মহান্ হয়ে ওঠে; আবার কারো উপরে মহত্ব ছুঁড়ে মারা হয়।

অলিভিয়া বুঝলেন এ পাগলের প্রলাপ, তাই বললেন—তোমাকে দেবতারা আবার সুস্থ করে তুলুন!

ম্যালভলিয়ো এখনো চিঠির বয়ান আওড়াচ্ছে; সে বললে—মনে রেখো কে তোমার হলদে মোজার প্রশংসা করেছে?

হলদে মোজা?

কে তোমাকে গার্টার শোভিত দেখতে চায়?

গার্টার শোভিত?

মনে রেখো—তুমি ভাগ্যবান—যদি ভাগ্য তুমি চাও।

আমি ভাগ্যবান ?

যদি তা না চাও, তাহলে দাস হয়েই থাক !

এ যে গ্রীষ্মকালের ক্ষ্যাপামি ! অলিভিয়া বলে উঠলেন।

এমন সময় ভৃত্য এসে জানালে—অর্সিনোর দূত সেই তরুণটি এসেছেন। তিনি কিছুতেই ফিরে যেতে চান না। তিনি কর্ত্রীর দর্শনপ্রার্থী।

অলিভিয়া তাড়াতাড়ি বললেন, আমি আসছি।

ভৃত্য চলে গেল। এবার তিনি মেরিয়াকে বললেন, এই ক্ষ্যাপাটাকে দেখো ! স্যার টবি কোথায় গেলেন ? ওকে একটু দেখা-শুনো কর। ওর ক্ষ্যাপামি সারাতে আমার বিষয়ের অর্ধেক দিতেও আমি দ্বিধা করব না !

অলিভিয়া আর মেরিয়া চলে গেলেন। ম্যালভলিয়ো চিৎকার করে উঠল, এই তো অবিকল চিঠির সঙ্গে মিলে গেছে। স্যার টবিকে উনি আমার কাছে এই ভেবে পাঠাচ্ছেন, আমি যেন কঠোর হই ! উনি তো চিঠিতে এই নির্দেশই দিয়েছেন। তোমার খোলস ছেড়ে নতুন হও। আত্মীয়ের বিরুদ্ধাচারণ কর, চাকর বাকরদের উপর কড়া হও। বিশিষ্ট হয়ে ওঠ। উনি যাবার সময় বলে গেলেন, একে দেখা-শুনো কর। ম্যালভলিয়োর নাম ধরে তো ডাকলেন না। সবই হুবহু চিঠির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমার আশায় তো আর অন্তরায় নেই !

ম্যালভলিয়ো এমনি সুখ-চিন্তায় বিভোর এমন সময় মেরিয়া স্যার টবি আর ফেবিয়ানকে নিয়ে ফিরে এল।

স্যার টবি বললেন, সে কোথায় বল ? যদি জাহান্নামের শয়তান এসেও ভর করে, তবুও ওর সঙ্গে আমি বাতচিত করব।

এই তো এইখানে আছে, কি হয়েছে তোমার ? মেরিয়া শুধালে ম্যালভলিয়োকে।

ম্যালভলিয়ো দাসদের উপর রূঢ় ব্যবহার করবে, তাই সে বললে, যাও, দূর হও ! আমাকে একা থাকতে দাও !

মেরিয়া বললে, দেখুন বলিনি, শয়তান ওকে দিয়ে কি বলাচ্ছে ! স্যার টবি, কর্ত্রী ওকে আপনাকে দেখাশুনো করতে বলেছেন।

ম্যালভলিও বললে, বলেছেন নাকি?

স্যার টবি, অমনি ম্যালভলিয়োর ভার নিতে এলেন। তোমরা সর তো। চুপ, চুপ! ওর সঙ্গে বেশ মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। আমি একা থাকি। ম্যালভলিয়ো, আছ কেমন! সয়তানকে তুচ্ছ কর ম্যালভলিয়ো, —জান তো সে মানুষের শত্রু।

কি বলছ জানো? কাকে বলছ জানো? ম্যালভলিয়ো চিৎকার করে উঠল।

এই তো দেখুন গো। মেরিয়া বললে—যেই শয়তানের নিন্দে করেছেন, অমনি চটে উঠল। আহা ঈশ্বর করুন, ওকে যেন সত্যিই শয়তানে না পায়!

এই তোমরা যাও, স্যার টবি বলে উঠলেন।

হ্যাঁ, ফেরিয়ান বললে, মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। শয়তান আবার যা চড়া মেজাজের, সে চড়া সুর সইবে না।

ম্যালভলিয়ো ক্ষেপে উঠে বললে, যাও, তোমরা গোল্লায় যাও! যত সব কুঁড়ে হাদারাম! আমি তোমাদের মতো নই। পরে তা বুঝবে! এই বলে সে গট্‌মট্‌ করে চলে গেল।

স্যার টবি তো অবাক হয়ে গেছেন। বললেন, সত্যি এ কি সম্ভব?

ফেবিয়ান রসিক, সে হেসে বললে, এ ব্যাপার যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত, আমি তো অসম্ভব বলে গাল দিতাম।

একেবারে হুড়মুড় করে পড়েছে ফাঁদে।

ওকে আর ঘাঁটাবেন না বাবু, মেরিয়া হেসে বললে, তাহলে হয়তো ফন্দি ভেস্তে যাবে।

ওকে আমরা ক্ষ্যাপা বানিয়ে ছাড়ব, ফেবিয়ান বললে।

তাহলে বাড়িখানা জুড়োবে, মেরিয়া হাসল।

স্যার টবি বললেন, আঁধার ঘরে পুরে বেঁধে রাখব। আমার ভাইঝি তো ওকে পাগল বলেই ভেবেছে। আমরা ওকে নিয়ে একটু আমোদ করব, তারপর আমোদের পালা যখন ফুরাবে তখন দেখাব দয়া। ওর প্রায়শ্চিত্তও হবে। তখন তোমাকে আমরা ক্ষ্যাপা ধরার ওস্তাদ বলে খেতাব দেব।

এবার মাণিকজোড়ের অপরটি এসে দেখা দিলেন। স্যার আন্দ্রু লড়াইয়ের আহ্বান-পত্র লিখে এনেছেন। তাঁর মতে তাতে লঙ্কার ঝাঁজ আর সিরকার টক দুই-ই আছে!

স্যার টবি চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগলেন, হে তরুণ, তুমি যেই হও, তুমি একটা পাজি।

বাঃ বেশ! ফেবিয়ান বলে উঠল।

স্যার টবি আবার পড়তে লাগলেন, তোমাকে কেন একথা বললাম ভেবে অবাক হয়ো না, আমি কারণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

ফেবিয়ান ফোড়ন কাটলে, বাঃ! আইন বাঁচিয়ে লিখেছেন বটে!

স্যার টবি পড়ে চললেন, তুমি অলিভিয়ার কাছে আস, আমার চোখের সামনে তিনি তোমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন; কিন্তু তার জন্যে আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি নে। তুমি যখন বাড়ি ফিরে যাবে, তখন আমি তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব, চড়াও হব। যদি আমাকে হত্যা করার সুযোগ তুমি পাও, তুমি আমাকে হত্যা করবে।

ফেবিয়ান আবার মন্তব্য করলে, এখনো আইনের ধারা বাঁচিয়ে চলছে।

আবার চিঠি পড়া শুরু হল—বিদায়—আমাদের একজনকে যেন ঈশ্বর কৃপা করেন! আমার উপরই তাঁর কৃপা বর্ষিত হতে পারে। কিন্তু আমার অনেক আশা, তাই তোমার নিজের দিকে তাকাও! তোমার যেমন ব্যবহার, সেই অনুসারে তোমার বন্ধু বা চিরশত্রু আন্দ্রু অগুচেক।

স্যার টবি এবার মন্তব্য করলেন, যদি এই চিঠি ওকে নড়াতে না পারে, ওর পা তো পারবে না। আচ্ছা, এ চিঠি ওকে দেব।

তারপর আন্দ্রুর দিকে চেয়ে বললেন, যাও স্যার আন্দ্রু বাগানের কোণে গিয়ে পেয়াদার মত নজর রাখ। ওকে দেখলেই তলোয়ার বার করবে। আর বার কতক কষে গাল দেবে। এতে বেশ পৌরুষ আছে।

স্যার আন্দ্রু চলে গেল।

স্যার টবি এবার বললেন, এ চিঠি ওকে দেওয়া হবে না। ছোকরার চালচলন দেখে মনে হয়, খানদানী ঘরের ছেলে। আবার অর্সিনোর হয়ে দূতগিরি করতে এসেছে, এতেও ওর গুণ আছে বোঝা যায়। এই

চঠ তো একেবারে বোকামিতে ভরা, এতে ভয় তো পাবেই না, ওর মনে হবে চিঠির লেখকটি একটি আস্ত আহাম্মুখ। কিন্তু চিঠি না দিই, মুখে জানাব—বলব আগুচেক একজন জাঁদবেল বীর, আর সঙ্গে সঙ্গে ও চটে উঠবে। ওরা একে অপরকে খুনোখুনি করে মরবে, কনোত্রিশ মাছ যেমন পরস্পরকে মেরে ফেলে—ওরাও তাই করবে।

এই সময় অলিভিয়া আর ভায়োলাকে আসতে দেখা গেল।

ফেবিয়ান দেখে বললে, ঐ তো ছোকরা আপনার ভাইঝির সঙ্গে আসছে। ও এবার বিদায় নেবে, আর আমরাও ওর পেছু নেব।

স্যার টবি বললেন, ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের জন্য ভয়ানক একটা কিছু ভাবতে হবে।

ওরা চলে গেল, এসে ঢুকলেন অলিভিয়া ও ভায়োলা। অলিভিয়া বললেন, পাথরের মত তোমায় মন, তার কাছে অনেক মিনতি করেছি। আমার সম্ভ্রম দিয়েছি জলাঞ্জলি, আমার নারীত্বের গর্ব আমাকে ভর্ৎসনা করছে, কিন্তু এ মন ত্রুটি, ভর্ৎসনা শুনতে নিরস্ত হতে চাইছে না।

সিজারিও-বেশী ভায়োলা উত্তর দিলেন—আমার প্রভুর কামনাও আপনারই মতো।

এই মণিটি তুমি পরো, এতে আছে আমারই প্রতিকৃতি। অলিভিয়া মিনতি করে বললেন, এটি ফিরিয়ে দিও না। এইটির তো জিভ নেই যে তোমাকে বিরক্ত করবে। আবার কাল এসো এই আমার মিনতি। শুধু নিজের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে আমি তো তোমাকে সব দিতে পারি।

ভায়োলা উত্তর দিলেন, আমি তো কিছুই চাই না শুধু এইটুকু চাই—আমার প্রভুর প্রতি আপনি সত্যই সদয় হোন, তাঁকে ভালবাসুন!

অলিভিয়া এবারও বলে উঠলেন, আমার সম্মান যা আমি তোমাকে দিয়েছি—কি করে তা তাঁকে সঁপে দেব?

আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম।

আচ্ছা কাল এস। আজ বিদায়। তুমি বড় দুর্জন, তুমি তো আমাকে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পার।

অলিভিয়া চলে যেতেই স্যার টবি আর ফেবিয়ান এসে ঢুকলেন।

স্যার টবি এসেই বললেন, ওহে ছোকরা এবার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করো। কি ক্ষতি করেছ জানি না। কিন্তু তোমার শত্রু একেবারে রাগে গর্‌গর্‌ করছে, শিকারীর মতো সে রক্তলোলুপ, সে তোমার জন্যে বাগিচার কোণে ওৎ পেতে বসে আছে। তৈরী হও, তোমার শত্রু চটপটে বটে—সে বড় ভয়ঙ্কর।

ভায়োলা উত্তর দিলে, মশাই আপনি ভুল করেছেন। আমার কোন মানুষের সঙ্গে বিবাদ নেই। কারো কোন ক্ষতি তো করিনি!

এর উলটো টের পাবে'খন যদি প্রাণের দাম থাকে, তৈরী হয়ে নাও! তোমার শত্রুর আছে তাকদ, হিম্মৎ আর রাগ, যা মানুষের থাকে তাই আছে।

লোকটি কে?

একজন বীর যোদ্ধা, খেতাবী বীর, ঘরোয়া লড়াইয়ে ওস্তাদ। আবার ঘরোয়া ঝগড়ায় পটু।

আমাকে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে লোকজন নিয়ে আসতে হবে দেখছি। আমি লড়িয়ে নই! শুনেছি, এমন লোক আছে, সাহস পরখ করার জন্যেই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়। আমার মনে হয়, এই লোকটাও সেইরকম।

না, না, স্যার টবি বলে উঠলেন। তুমি ক্ষতি করেছ বলেই তাঁর রাগ। বাড়ির ভেতরে যেও না। তোমার হাতিয়ার খুলে নাও—আমার সঙ্গে চল! তোমাকে যেতেই হবে, নয়তো হলফ করতে হবে, জীবনে আর হাতিয়ার ধরবে না।

ভায়োলা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আজব ব্যাপার, আবার ভদ্রতাও আছে। একটা কাজ করবেন, বীরটির কাছ থেকে জেনে আসুন, আমার অপরাধ কি? আর সে-অপরাধ কি আমার অনিচ্ছায় করেছি?

স্যার টবি বললেন, আচ্ছা জেনে আসছি। ওগো ফেবিয়ান, এই ভদ্রলোকটির কাছে থাক। আমি এখুনি আসছি।

স্যার টবি চলে যেতে ভায়োলা ফেবিয়ানকে শুধালেন, এ ব্যাপারের আপনি কিছু জানেন?

ফেবিয়ান উত্তর দিলে, শুধু এই জানি, বীর যোদ্ধাটি চটেছেন—আর কিছু জানি নে।

লোকটি কেমন?

একেবারে আপনার যাকে বলে রক্তপিপাসু মানুষ। আপনি কি যাবেন তাঁর কাছে? আমি বিবাদটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করব'খন।

ভায়োলা আশান্বিত হ'য়ে বললেন, তা যদি পারেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি তাদের একজন, যারা যোদ্ধার সঙ্গে না গিয়ে, শান্তির দূত পাদ্রীর সঙ্গে যায়। আমি ভীরু, একথা লোকে জানলে আমার ক্ষতি নেই!

দু'জনে চলে গেলেন, এবার স্যার আন্দ্রুকে নিয়ে বিপরীত দিক থেকে এসে ঢুকলেন স্যার টবি।

স্যার টবি বলছেন, একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। অমন রগচটা মেজাজ আর দেখিনি। আমার সঙ্গে এক হাত তলোয়ার খেলা হল, এমন মোক্ষম প্যাঁচ দেখালে কি বলব! ওরা বললে, ও ছিল পারস্যের বাদশার তলোয়ার-খেলোয়াড়।

স্যার আন্দ্রু শুনে ভয় পেয়ে বললেন, তাহলে আর বিবাদ করে লাভ নেই।

কিন্তু ও তো শান্ত হবে না। ফেবিয়ান তো ওকে আটকে রাখতেই পারছিল না।

আরে ধুত্তোর! অমন বীর আর তলোয়ার দোলানোয় ওস্তাদ জানলে কি লড়াইয়ে ডাকতাম! যাক্—এখন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল! আমার ঐ ধূসর রঙের ঘোড়াটা ওকে দিয়ে দেব'খন।

তাহলে কথাটা পাড়ি। স্যার টবি আনন্দে গদগদ, মনে মনে বললেন, তোমার উপর যেমন সওয়ার হয়েছি, তেমনি তোমার ঘোড়ার উপরেও হব।

এমন সময় ফেবিয়ান আর ভায়োলা ঢুকল।

ফেবিয়ানের কাছে গিয়ে কানে কানে স্যার টবি বললেন, আন্দ্রু তো বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য ঘোড়া দিতে চাইছে। ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি, ছোকরা সাক্ষাৎ শয়তান।

ফেবিয়ান ফিস্‌ফিস্‌ করে হেসে উত্তর দিলে, যাকে এত ভয় তার বুকখানা তো ভয়ে দুরু দুরু করছে, মুখ গেছে শুকিয়ে—যেন ভালুকে তাড়া করেছে।

স্যার টবি এবার ভায়োলাকে হেঁকে বললেন, মশাই, বৃথা চেষ্টা। কিছু হলো না। ও লড়বেই। আপনি হাতিয়ার খুলুন। উনি তো বলছেন আপনাকে জখম করবেন না।

ভায়োলা মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকলেন; আর একটু হলেই ফাঁস করে দেব—আমার পুরুষত্বের অভাব আছে।

এবার স্যার টবি আন্দ্রুকে বললেন, বৃথা চেষ্টা—কোন উপায় নেই, নিজের সম্মানের জন্যই ভদ্রলোকটি লড়াই করবেন। তবে উনি হলফ করে বলেছেন, আপনাকে জখম করবে না। আসুন এগিয়ে, এগিয়ে আসুন!

ভায়োলা আর স্যার আন্দ্রু তলোয়ার খুললেন, এর মধ্যে বাগিচায় এসে দেখা দিল আন্তনিয়ো! সে এসেছে সেবাস্তিয়ানের খোঁজে। ভায়োলাকে সেবাস্তিয়ান বলে সে ভুল করলে। সে এগিয়ে এসে বললে, তলোয়ার রাখ! যদি এই ভদ্রলোক কোন দোষ করে থাকেন, সে দোষ আমি নিজের উপর নিচ্ছি। যদি এঁকে আঘাত কর, তবে তুমি শাস্তি পাবে!

স্যার টবি বলে উঠলেন, আপনি কে মশাই?

আন্তনিয়ো উত্তর দিলে, আমি সেই মানুষ, যে তার ভালবাসার জন্য মুখে যা বলে তাই করতে পারে।

ফেবিয়ান দেখলে, কয়েকজন রাজকর্মচারী আসছে। সে স্যার টবিকে সাবধান করে দিলে।

এদিকে ভায়োলা আর স্যার আন্দ্রু তলোয়ার খুলেছেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ করছেন না। দু'জনেই মিটমাটের চেষ্টায় আছেন। এমন সময় রক্ষীগণসহ এসে ঢুকলেন কয়েকজন রাজকর্মচারী।

১ম রাজকর্মচারী বললেন, এই তো সেই আদমি! ওকে ধর!

দ্বিতীয় রাজকর্মচারী আন্তনিয়োর কাছে গিয়ে বললেন, আন্তনিয়ো, অর্সিনোর অভিযোগে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।

আন্তনিয়ো বলে উঠল, আপনারা ভুল করছেন। আমি আন্তনিয়ো নই!

না, না, ভুল একটুও নয়! আমরা তোমাকে চিনি, যদিও এখন লস্করী টুপি মাথায় চাপিয়েছ। ওকে নিয়ে যাও রক্ষী! আমি ওকে চিনি।

আন্তনিও বলে উঠল, আর হুকুম না মেনে উপায় নেই। তারপর ভায়োলাকে বললে, তোমাকে খুঁজতে এসে এই হ'ল। কিন্তু উপায় কি! আমাকে ভুগতেই হবে। আমার থলেটি এখন চাই। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলাম না—এই আমার তুঃখ। ও কি, অমন অবাক হয়ে রইলে কেন বন্ধু? শান্ত হও!

রাজকর্মচারী তাড়া দিলেন, চল।

আমি ঐ থলে থেকে কিছু টাকা চাই, আন্তনিয়ো বললে।

ভায়োলা অবাক হয়ে বললেন, কোন্ টাকার কথা বলছেন? আপনি আমার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন, আর আপনার এই বিপদ দেখে, আমার সামান্য ক্ষমতা মতো আমি যা পারি দেব। আমার কাছেও বেশী নেই। যা আছে ভাগ করে দিচ্ছি। এই অর্দ্ধেক নিন মশাই।

আন্তনিয়ো বিস্মিত, সে বললে; এখন কি তুমি দিতে অরাজি হচ্ছ? আমাকে আর হীন প্রতিপন্ন কোরো না বন্ধু! তাহলে তোমার জন্য যা করেছি, ঘৃণ্য হীন মানুষের মতো তারই হয়তো ফিরিস্তি দেব—তোমাকে দুষব।

ভায়োলা অবাক হয়ে বললেন, আমার জন্য কি করেছেন, মনে নেই! আপনাকে আমি চিনি না, আপনার স্বরও কখনো শুনিনি। আমি মানুষের অকৃতজ্ঞতা ঘৃণা করি। সে তো মিথ্যা কথা, অহংকার, মাতলামো—সবকিছুর চেয়ে হীনতম।

আন্তনিয়ো চিৎকার করে উঠল—হা ঈশ্বর!

প্রহরীরা তাকে নিয়ে চলল, সে আবার বললে, আর একটা কথা বলব। এই যে যুবককে দেখছ, একে মরণের মুখ থেকে আমি ছিনিয়ে এনেছিলাম। ওকে এমন ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল তার দাম যথেষ্টই আছে।

তাতে আমাদের কি! রাজকর্মচারীটি বললেন। ওহে দেরী হয়ে যাচ্ছে, নিয়ে চল!

আন্তনিয়োর চিৎকার তবু থামল না। সে বলতে লাগল—হায় সেই দেবতা কি কুৎসিত রূপ নিয়ে দেখা দিল! সেবাস্তিয়ান, তোমার সুন্দর রূপ লজ্জা পাবে তোমার ঐ কুৎসিত মন দেখে। প্রকৃতির দেওয়া রূপে তো কোন খুঁত নেই, খুঁত তোমার ঐ মনে। নিষ্ঠুর যে সেই তো আসল পঙ্গু। ধর্মই সৌন্দর্য্য। সুন্দর পাপ তো শূন্য প্যাঁটরা, শয়তান তাকে নানা রঙে রাঙিয়ে শুধু বিচিত্র করে তোলে।

রাজকর্মচারী আন্তনিয়োর এই আক্ষেপ উক্তি শুনে বলে উঠলেন, লোকটি পাগল হয়ে গেছে, ওকে নিয়ে যাও।

আন্তনিয়ো একবার ভায়োলার দিকে ঘৃণাপূর্ণ চক্ষুতে তাকিয়ে বলে উঠল, চল।

রক্ষীরা আন্তনিয়োকে নিয়ে চলে গেল, ভায়োলা আপন মনে বলে উঠলেন, আবেগে উৎসারিত হল কথা, সে তো সত্য বলেই মনে করল আমার এই ছদ্ম-বেশকে। হে কল্পনা, একে সত্য করে দাও—আমাকে ও আমার প্রিয় ভাই বলে ভেবেছে।

স্যার টবি ফেবিয়ান আর স্যার আন্দ্রুকে ডাকলেন, ওহে চল, চল, এর উপরে দু-চারটে সাধু বচন আওড়াইগে।

ভায়োলা এসব শুনছেন না, তাঁর কানে লেগে আছে আন্তনিয়োর মুখে সেই সেবাস্তিয়ানের নাম। তিনি আপন মনে বলছেন, ও সেবাস্তিয়ানের নাম করল। আরসীতে রোজ আমাকে দেখি আর মনে জানি সে জীবিত। আমার মতই তার চেহারা। আর এমনি সাজসজ্জা করত, তারই আমি নকল করছি। যদি এই সত্য হয়, ঝড়কে বলব দয়ালু, আর ঐ লবণময়ী তরঙ্গকে ভালবাসব।

ভায়োলা চলে গেলেন।

স্যার টবি এবার মন্তব্য করলেন, ছোকরা ভারি অসাধু, ভারি হীন, খরগোসের চেয়েও ভীরু। বন্ধুকে প্রয়োজনের সময় চিনতে চাইলে না। আর ভীরু যে তা তো ফেবিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

ফেবিয়ান সায় দিলে, ভীরু বলে ভীরু, আচ্ছা ভীরু।

স্যার আন্দ্রুর বীরত্ব দেখাবার সুযোগ এসেছে। তিনি বললেন, আমি ওর পেছনে ছুটব আর বেধড়ক পেটাব।

আচ্ছা করে পিটুনি দিয়ো, কিন্তু হাতিয়ার খুলোনা বাপু!

স্যার টবি হাসলেন।

না, না খুলব না—

স্যার আন্দ্রু চলে গেলেন।

এবার স্যার টবি আর ফেবিয়ান চললেন। ব্যাপার কি দেখতে হবে। ফেবিয়ান কিন্তু বাজি রাখতে রাজি—ব্যাপারটি একেবারে ভুয়ো।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

ঘটনা এখন অলিভিয়ার গৃহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আবার আমরা অলিভিয়ার গৃহের সম্মুখের পথেই এসে দাঁড়ালাম। সেবাস্তিয়ান যাচ্ছিলেন সেই পথ বেয়ে, ভাঁড় এসে তাঁর পথরোধ করলে।

সে ভায়োলা বলে তাঁকে ভুল করেছে। তাই জানালে, তার কর্ত্রী তাঁকে এত্তেলা দিয়েছেন।

সেবাস্তিয়ান বললেন, বোকা কোথাকার! সর তো, আমি যাই। তোমার হাত থেকে রেহাই পাই।

কিন্তু রেহাই কি আছে! ভাঁড় নাছোরবান্দা। সে বললে, খুব রঙ্গ করছেন যাহোক! আমি যেন আপনাকে চিনিনে, আমার মনিবাণী যেন আপনাকে ডেকে পাঠান নি! আপনার নামটিও বুঝি সিজারিয়ো নয়! আর আমার নাকটিও বুঝি আমার নাক নয়! তাহলে তো কিছুই কিছু নয়!

সেবাস্তিয়ান হাঁফিয়ে উঠেছেন ভাঁড়ের ভাঁড়ামিতে, তিনি তাই বললেন, অন্য কোথাও গিয়ে বোকামি কর গে! তুমি তো আমাকে চেনই না?

বোকামি করব! মশাই বোধ হয় কথাটা কোন হোমরা-চোমরা মানুষের কাছে শুনেছেন, এখন ভাঁড়ের উপরে ছুঁড়ে মারলেন! বোকামি করব, ভাড়ামি করব! আমার তো মনে হচ্ছে, দুনিয়াটাই তাহলে হ্যাকাবোকা হয়ে যাবে। মশাই, আমার মিনতি—চেনেন না, জানেন না, ওসব ছাড়ুন, এখন বলুন আমার ঠাকরুণকে কি বলব। বলব কি আপনি আসছেন?

দেখ তুমি সরে পড়তো। এই বকশিস্ নাও! আরো বকশিস্ মিলবে, উচিত বকশিস্ মিলবে!

তা আপনার দেখছি দয়ালু হাত! যেসব বুদ্ধিমান বোকাকে টাকা দেয় তারা বেশ সুনাম কেনে—চৌদ্দটি বছরেও সে সুনাম যায় না।

স্যার আন্দ্রু আর স্যার টবি এসে দেখা দিলেন, সোনায় এবার সোহাগা মিশল।

স্যার আন্দ্রু এসেই সেবাস্তিয়ানকে এক ঘা কষিয়ে দিয়ে বললেন, এবার তো মশাই দেখা পেয়েছি—এবার!

সেবাস্তিয়ান তো ভায়োলা নন, তিনি পুরুষ! তিনি স্যার আন্দ্রুকে পাল্টা মারলেন! এই নাও পাল্টা বকশিস! এই নাও! আরে, এখানে সবাই কি ক্ষ্যাপা নাকি!

স্যার টবি সেবাস্তিয়ানকে ধরে ফেলে বললেন, আহা মশাই, করেন কি! আসুন, নইলে আপনার ঐ তলোয়ার কেড়ে নিয়ে বাড়ি পার করে ছুঁড়ে ফেলে দেব!

ভাঁড় বেগতিক দেখে বললে, যাই ঠাকুরুণকে গিয়ে খবর দিই। আমি দু'পয়সা পেলেও এতে থাকছি নে বাবা!

স্যার আন্দ্রু মার খেয়ে বললেন, আমি ওর নামে মামলা করব, দেখি ইউলিয়ার আইন আছে কিনা! আমি ওকে প্রথম মেরেছি বটে কিন্তু তাতে কি এসে যায়।

যাও ছেড়ে দিলাম! সেবাস্তিয়ান বললেন।

আমি তোমায় ছাড়ছিনে, স্যার টবি বলে উঠলেন। এস, এস তরুণ যোদ্ধা, তলোয়ার খোলো— এস!

সেবাস্তিয়ান বলে উঠলেন, বেশ, তাই হোক! তোমাদের হাত থেকে মুক্তি চাই। কি করবে কর? যদি আমাকে আরো উত্তেজিত করতে চাও, তলোয়ার খোলো! নিজে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেললেন।

স্যার টবি তলোয়ার খুলে বললেন, কি! কি বললে? তাহলে দু' এক ছটাক রক্ত নিতে হল দেখছি!

এঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, এমন সময় অলিভিয়া এসে হাজির হলেন।

স্যার টবি, থাম, থাম, আমার হুকুম—থামো! চিৎকার করে উঠলেন অলিভিয়া।

স্যার টবি থেমে গেলেন, অলিভিয়া তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, এই কি চিরদিনই চলবে? ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে হতভাগ্য! তুমি তো পর্বতের গুহাবাসের যোগ্য, তুমি তো বর্বর। সেখানে তো ভদ্রতা শেখায় না, যাও আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও! প্রিয় সিজারিয়ো, তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না—ওগো সিজারিয়ো!

স্যার টবি, আন্দ্রু ও ফেবিয়ান চলে গেলেন, এবার আবার অলিভিয়া বলতে লাগলেন।

বন্ধু আমার মিনতি, এই যে অভদ্রতা ঘটল, এতে যেন তোমার রাগ না হয়, যেন তোমার বুদ্ধি তোমাকে চালিত করে। বাড়ির ভিতরে চল। আমি বলব, এই বদমায়েসটা কত ফন্দিই না এঁটেছে, তুমি শুনে হাসবে। চল, চল—আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না! ওকে ক্ষমা কর। ওই তো আমাকে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দিলে।

সেবাস্তিয়ান অলিভিয়াকে দেখে মুগ্ধ, তাঁর কথা শুনে বিস্মিত। তিনি বলে উঠলেন, একি তৃপ্তি! এ কি অমৃতের স্রোত বয়ে যাচ্ছে! আমি কি পাগল, নয় তো এ স্বপ্ন। আমার চেতনা হারিয়ে যাক্, বিস্মৃতির মাঝে ডুবে যাই। যদি এ স্বপ্নই হয়, তাহলে আমাকে ঘুমোতে দাও। আমার ঘুম যেন আর না ভাঙে!

চল চল এ আমার মিনতি। তুমি কি আমার শাসন মানবে?

মানব, দেবি, তোমার শাসন মানব! সানন্দে বলে উঠলেন সেবাস্তিয়ান।

বেশ, তাই হোক, চল।

দু'জনে ভিতরে চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

অলিভিয়ার গৃহ। মেরিয়া আর ভাঁড় ফেস্তে এসে ঢুকল।

মেরিয়ার হাতে একটা জোব্বা। সে ফেস্তেকে বললে, নাওগো চটপট করে এইটে পরে নাও। আর এই ঝুটো দাড়িটাও মুখে এঁটে দাও। ওকে বিশ্বাস করাতে হবে, তুমিই এ এলাকার পাদ্রী স্যার তোপাস। জলদি কর, আমি যাই স্যার টবিকে ডেকে আনি।

মেরিয়া চলে গেল, ফেস্তে এবার আপন মনে বললে, না হয় পরাই গেল। আজই বোধ হয় প্রথম এই জোব্বা পরে প্রতারণা করতে যাচ্ছি। আমি ঢ্যাঙা নই যে কাজটা ভাল করে সেরে ফেলব, আবার এমন রোগাও নই যে, আমাকে ছাত্র বলে মনে হবে! আমাকে মানুষ আর ভাল গেরস্থ বলাও যা; আবার চিন্তাশীল আর মহাপণ্ডিত বলাও তাই। সে নেপথ্যে তাকিয়ে দেখে বললে, ঐ যে প্রতিযোগীরা আসছে।

স্যার টবি এসেই সম্ভাষণ জানালেন। সঙ্গে মেরিয়াও আছে। ভাঁড় সম্ভাষণ জানালে প্রত্যুত্তরে। সে পাদ্রী সেজেছে, পাদ্রীর ভড়ংটুকু করলে। তারপর শুরু হল পাদ্রী-সুলভ কথা।

প্রাগে থাকতেন এক ঋষি, কালি-কলম কখনো দেখেন নি, তিনি একবার রাজা গরবোডাকের এক ভাইঝিকে বলেছিলেন—যা আছে তা আছে-ই। আমি পাদ্রী বলে পাদ্রীই বনে গেছি। কারণ যা আছে তা আছেই—তাই না?

স্যার টবি বললেন, ওকে একথা বুঝিয়ে দিন স্যার তোপাস।

ভাঁড় বললে, কল্যাণ হোক, এই জেলখানায় শান্তি আসুক!

স্যার টবি জাল-পাদ্রীকে প্রশংসা করে বললেন, বাঃ জাল-পাদ্রীটা বেশ খাসা অভিনয় করছে তো!

এমন সময় বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে ম্যালভলিয়োর স্বর শোনা গেল—কে কথা কইছে?

ভাঁড় বললে, পাত্রী স্যার তোপাস, পাগল ম্যালভলিয়োকে দেখতে এসেছেন।

ম্যালভলিয়ো অমনি বলে উঠল, ওগো স্যার তোপাস, আমার কর্ত্রীর কাছে যান।

ম্যালভলিয়োর কাঁধে সয়তানে ভর করেছে, তাকে তাড়াবার জন্যই যেন জাল-পাত্রী বলে উঠলেন, ওরে বক্তার শয়তান, কেন একে বিরক্ত করেছিস। মহিলা ছাড়া তোর আর কথা নেই না কি।

স্যার টবি তো তার কথা শুনে বাহবাই দিলেন।

ম্যালভলিয়ো বদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে বললে, স্যার তোপাস, এমন অবিচার-অত্যাচার মানুষ আর সয়নি! আমাকে পাগল ভাববেন না! ওরা আমাকে এই অন্ধকারে ফেলে রেখেছে।

ওরে অভদ্র সয়তান, তোকে ধিক্! ভাঁড় বলে উঠল। আমি তোকে ভদ্রভাবেই সম্ভাষণ করব। কি বলছ—গৃহ অন্ধকার?

একেবারে নরকের মত অন্ধকার, ম্যালভলিয়ো বললে।

আরে ঘরে রয়েছে সারি সারি জানালা, আর বলছ কিনা—ঘর অন্ধকার?

আমি পাগল নই, সত্যই অন্ধকার! ম্যালভলিয়ো বলে উঠল।

না, না, তুমি পাগল বলে ভুল করছ। অজ্ঞানতা ব্যতীত তো অন্ধকার নাই। আর সেই অজ্ঞানতায়ই তুমি বিভ্রান্ত, যেমন মিশরবাসীরা তাদের জোব্বা নিয়ে বিভ্রান্ত।

ম্যালভলিয়ো অনুনয় করে বললে, আমি বলছি, এ ঘর অজ্ঞানতার মতোই অন্ধকার—যদিও অজ্ঞানতাও নরকের মতোই অন্ধকার। আর মানুষ কখনো এমন অত্যাচার সয়নি, তাও আমি জানাচ্ছি! আপনার চেয়ে আমি পাগল নই—আপনি প্রশ্ন করে দেখুন, পরীক্ষা করুন!

জাল-পাত্রীবেশী ভাঁড় অমনি কড়া প্রশ্ন করলে, বল তো—গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস বুনো মোরগ সম্পর্কে কি বলেছেন?

ম্যালভলিয়ো বললেন, তিনি বলেছেন, আমাদের দিদিমারা মারা গেলে তাদের আত্মা বুনো মোরগের উপর ভর করে।

এ সম্পর্কে তোমার মত কি?

আমি আত্মাকে মহান বলে জানি, তাঁর মত মানিনে।

তাহলে বিদায়! তুমি আঁধারেই থাক! পাইথাগোরাসের সঙ্গে একমত হলে বুঝতাম, তুমি পাগল নও! বিদায়!

ম্যালভলিয়ো আর্তনাদ করে পাদ্রীর নাম ধরে ডাকলে।

স্যার টবি আর মেরিয়া দুইজনেই মহা খুশী, ম্যালভলিয়ো একবারে চিড়্।

স্যার টবি বললেন, এবার নিজের পরিচয় দিয়ে জেনে এস, ও কেমন আছে? এসব খেলা আর ভাল লাগছে না! এখন ওকে মানে মানে বের করে আনতে পারলে হয়।

স্যার টবি ও মেরিয়া চলে গেল, ভাঁড় এবার ধরে বসল গান।

ওরে রঙিন পাখী, স্ফূর্তির প্রাণ তোর
বল্‌তো কেমন আছে প্রিয়া মোর।

ম্যালভলিয়ো এবার চিনতে পারলে,—কে ভাঁড়?

ভাঁড় ধরলে গান।

ম্যালভলিয়ো তার কাছে চাইলে একখানা মোমবাতি, কাগজ, কালি আর কলম।

ভাঁড় এবার যেন ম্যালভলিয়োকে চিনতে পারলে, বললে—কে গো? আমাদের ম্যালভলিয়ো না কি গো?

হ্যাঁ, আমি। ম্যালভলিয়ো উত্তর দিলে।

আহা, এমন হলে কি করে?

ওহে ভাঁড়, আমার মতো এমন অত্যাচার বুঝি আর কেউ সয়নি! আমি পাগল নই। তোমার মতোই আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক আছে।

আমার মত? তাহলে তুমি নির্ঘাত ক্ষেপে গেছ। ভাঁড়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধি না থাকলে, সে তো ক্ষ্যাপা।

ওরা আমাকে এখানে এই অন্ধকারে ফেলে রেখেছে, আবার পাদ্রীও ডেকে এনেছিল। আমাকে পাগল করবার জন্য সব কিছু করেছে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে ম্যালভলিয়ো।

আরে পাদ্রী বাবা যে—এখনো এখানে রয়েছেন! এই বলেই ভাঁড় স্যার তোপাসের অভিনয় শুরু করে দিলে। ওগো ম্যালভলিয়ো—তোমার ক্ষ্যাপামি দেবতারা আরাম করুন। একটু নিদ্রা যেতে চেষ্টা কর, আবল-তাবল বোকো না।

স্যার তোপাস—ম্যালভলিয়ো ডাকল।

স্যার তোপাস আর নিজের স্বরে কথা কইতে লাগল ভাঁড়। সে এক হরবোলার* মত ব্যাপার। একবার শুদ্ধ কথা কয়, আর একবার ভাঁড়ামি করে।

ভাঁড় একই সঙ্গে পাদ্রী আর ভাঁড়ের অভিনয় করতে লাগল। ওঁর সঙ্গে কথা কইতে চেয়োনা। না, পাদ্রী-বাবা। আচ্ছা আপনি আসুন পাদ্রী-বাবা। হাঁ, আমি চলি—স্বস্তি—স্বস্তি—শান্তি—শান্তি!

ম্যালভলিয়ো আবার বললে, ভাঁড়, তুমি ভারি ভালো, কালি, কাগজ আর আলো এনে দাও। আমার প্রিয়ার কাছে আমি চিঠি লিখব—সেই চিঠি তাঁকে দেবে। এতে তোমার ভালই হবে।

বেশ, তাই করব, কিন্তু বল তো, তুমি ক্ষেপে যাওনি তো?

না, না, বিশ্বাস কর—আমি সত্যি বলছি।

কিন্তু পাগলের মগজ না দেখা অবধি আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

দাও, দাও, আমার অনুরোধ—আমার মিনতি!

আচ্ছা, আমি কালি, কাগজ আর আলো এনে দিচ্ছি।

যাও, এখুনি যাও!

ভাঁড় গান ধরল—

যাই গো যাই
এখুনি যাই
আবার চট জলদি আসব ফিরে
ঘুরে ঘুরে আসব ফিরে।
কাঠের ছুরি হাতে ধরে
রাগে জ্বলে পুড়ে মরে

চেঁচিয়ে বলে, হারে রে রে
শয়তানকে তাড়া করে
যেমন ক্ষ্যাপা ছেলে
বাপকে বলে
নখ কাট গো তুমি
বিদায় লই শয়তান গো আমি

॥ তিন ॥

অলিভিয়ার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান। এ উদ্যানে এখন রঙ্গ-রসের মজলিস আর নেই। এখন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিউপিডের শরাহত সেবাস্তিয়ান।

সেবাস্তিয়ান পায়চারী করছেন আর বলছেন ,

এই তো বাতাস ; এই তো সূর্য ! এই মুক্তা তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমি অনুভব করছি– দেখছি, আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এক বিস্ময়, কিন্তু এ তো উন্মত্ততা নয় ! আন্তনিয়ো কোথায় গেল ? এলিফ্যান্টে গিয়ে ওকে পেলাম না. অথচ ওইখানেই ছিল—শুনলাম আমার খোঁজে বেরিয়েছে শহরে। এই সময়ে তার পরামর্শ আমার কাজে লাগত। আত্মা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিবাদ শুরু করলেও আমার মনে হয়, এর আড়ালে আছে এক মহা ভুল, কিন্তু উন্মত্ততা তো নেই ! এমন আকস্মিক ব্যাপার, এমন সৌভাগ্যের তো আর দৃষ্টান্ত মেলে না। উপন্যাসেও মেলে না। আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে আমি প্রস্তুত, যুক্তি আর বিবেকের সঙ্গে আমার বিবাদ চলেছে। সে তো বলেছে না, আমি উন্মাদ। হয় তো বা কুমারীই উন্মাদিনী ! যদি তাই হয়, তাহলে তিনি বাড়ির কর্ত্রী হয়ে আছেন কি করে, কি করে হুকুম করছেন দাস-দাসীদের—কি করে কাজকর্ম্ম এমন নিপুনভাবে করছেন ? আমি তো নিজের চোখে দেখছি, আমার মনে হয়, এর মাঝে নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে। ঐ যে সুন্দরী আসছেন।

অলিভিয়া পাত্রীর সঙ্গে এসে হাজির হলেন। এসেই তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি চলে এলাম, তার জন্য খুঁত ধরো না কুমার। এবার এই পাত্রী আর আমার সঙ্গে চল পাশের ঐ উপাসনা-মন্দিরে। সেখানে ঐ পবিত্র মন্দিরতলে তোমার বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দেবে আমাকে—আমার হৃদয়ে বড় ঈর্ষা, বড় সন্দেহ, সে তো তাহলে শান্ত হবে। পাত্রী-মশাই সব গোপন রাখবেন তোমার ইচ্ছা হলে, আমার জন্মদিনের উৎসবে সেকথা সবাইকে জানাব। কি বল কুমার?

সেবাস্তিয়ান যেন স্বপ্নলোকে বাস করছেন, তিনি বলে উঠলেন, আমি এই পাত্রী-মশাইকে অনুসরণ করব, যাব তোমার সঙ্গে। শপথ করে চির-বিশ্বস্ত হয়ে থাকব।

অলিভিয়া ঝলমল করে উঠলো খুশীতে, পাত্রী-বাবা, আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন! স্বর্গের দেবতারা সাক্ষী রইলেন—তাঁরা দেখছেন আমাদের এই জীবনের জয়যাত্রা।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

কাহিনী এবার এল পরিণতির পথে, পঞ্চম অঙ্কে। যতগুলি ধারা বইছিল, সব এসে মিলবে সঙ্গমে। যত জটিলতা ছিল সব এবার সরল হয়ে যাবে। সেবাস্তিয়ান পেয়েছেন অলিভিয়াকে, অলিভিয়া পেয়েছেন তাঁকে। কিন্তু যে ভুলের ফসল এমন সুন্দর হয়ে ফলল, তার তো নিরসন হয় নি! এখনো পুরুষবেশী ভায়োলার অর্শিনোর জন্য গোপন প্রেম অব্যক্ত রয়ে গেছে। এখনো অর্শিনো অলিভিয়ার প্রেমে পাগল। আরো হয়তো জটিল জাল ঘিরে আছে, সেগুলি ছিন্ন না হলে তো প্রেমের এই 'দ্বাদশ রজনীর' ফুলটি ফুটবে না, আমরাও একে মিলনান্ত নাটক বলব না। যদি ব্যথিতের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ঝরে পড়ে, আমরা হা-হুতাশ নিয়েই ফিরে যাব। দীর্ঘশ্বাসে বুক বিদীর্ণ হবে—চোখের ফোঁটায় ফোঁটায় জল এসে জমা হবে। কিন্তু মহাকবি নাট্যশাস্ত্র জানেন, নাটকের বিধি তিনি লঙ্ঘন করবেন না—একথা আমরাও জানি। তাই পরিণতির পথে তাঁরই সঙ্গে এগিয়ে চলা যাক।

আবার অলিভিয়ার গৃহের সম্মুখেই যবনিকা উঠল। ফেবিয়ান আর ভাঁড় ফেস্তেকে দেখা যাচ্ছে।

ফেবিয়ান বললে, ওগো ভাঁড় মশাই, তুমি তো আমাকে ভালবাস, সেই ভালবাসার সুবাদে চিঠিখানি দেখাও।

ভাঁড় বললে, ফেবিয়ান, আমার অনুরোধও আজ আপনাকে রাখতে হবে।

তোমার কি অনুরোধ বল!

এই চিঠি দেখতে চেও না!

এ যে কুকুর উপহার দিয়ে সেই কুকুরই চেয়ে নেওয়া হ'ল!

এমন সময় অর্শিনো, ভায়োলা, কিউরিয়ো ও সভাসদগণ এসে ঢুকলেন।

অর্শিনো ফেবিয়ান আর ভাঁড়কে দেখে বললেন, বন্ধুগণ, তোমরা বুঝি মাননীয়া অলিভিয়ার অনুচর?

ভাঁড় মাথা নাড়লে।

অর্শিনো বললেন, তোমার কর্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি তাঁকে নিয়ে এস। বকশিস্ পাবে।

ভাঁড় তখনি রাজী হয়ে গেল, সে ছুটল বাড়ির ভিতরে।

এবার রক্ষীদের সঙ্গে আন্তনিয়ো এসে ঢুকল।

ভায়োলা বলে উঠলেন, আমাকে যিনি উদ্ধার করলেন, ইনিই সেই মানুষ।

অর্শিনো দেখেই বলে উঠলেন, এ মুখ আমার চেনা। শেষবার যখন দেখেছিলাম,—এ মুখ রণ-দেবতা ভাল্‌কানের মতই যুদ্ধের কালিতে ভীষণ হয়ে উঠেছিল। এই মানুষটি ছিল এক ক্ষুদ্র জাহাজের ক্যাপ্টেন, আমাদের নৌবহরের ও যথেষ্টই ক্ষতি করেছিল। আমাদের ক্ষতি ওর খ্যাতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্শিনো এবার রক্ষীদের দিকে চেয়ে শুধালেন, কি ব্যাপার?

রক্ষাদলের প্রধান বললে, এই সেই আন্তনিয়ো যে আমাদের পণ্যতরী লুণ্ঠন করেছিল—আপনার 'ব্যাঘ্রতরী' আক্রমণ করে আপনার ভাইপোর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল। ওকে আজ আমরা শহরের পথে দেখতে পাই। ও বিবাদ করছিল, আমরা তখন ওকে গ্রেফতার করেছি।

ভায়োলা বলে উঠলেন, উনি আমার সাহায্যে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু পরে এমন অদ্ভুত সব কথা বললেন আমাকে যে, আমি তো সে কথাগুলো প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না।

অর্শিনো বলে উঠলেন, ওরে কুখ্যাত জলদস্যু, ওরে লবণ সমুদ্রের তস্কর! কোন্ সাহসে এখানে এলি? কোন্ নির্বুদ্ধিতা তোকে টেনে আনল শত্রুর ভিতরে?

আন্তনিয়ো রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলে, মহান অশিনো, আপনি আমাকে যে খেতাব দিলেন, সে খেতাব আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আন্তনিয়ো আর দস্যু নয়! যদিও সে অশিনোর শত্রু বলেই নিজেকে জানে। এখানে এক মায়া আমাকে টেনে এনেছে। ঐ যে. আপনার পাশে ঐ অকৃতজ্ঞ বালক, ওকে আমি উত্তাল সমুদ্রের ফেনিল গ্রাস থেকে রক্ষা করে-ছিলাম। তার জীবনের আশা ছিল না, তাকে দিয়েছিলাম জীবন—আমার ভালবাসা। ওরই জন্য আমি এই শত্রুপুরার বিপদ বরণ করেছিলাম। ও যখন আক্রান্ত হল, আমি ছুটে এলাম অসি নিষ্কাশিত করে। কিন্তু ঐ ধূর্ত আমার বিপদের সাথী হতে চাইলে না। আমার মুদ্রা ওকে ধার দিয়েছিলাম মাত্র আধ ঘণ্টা আগে, সেটিও আমাকে দিলে না।

ভায়োলা বলে উঠলেন, তা কি করে হবে?

অশিনো শুধালেন, ঐ বালক কখন শহরে আসে?

আজ, আন্তনিয়ো বলে উঠল। আজ তিনমাস আমরা একসঙ্গে আছি। আমাদের ছাড়াছাড়ি কখনো হয় নি। দিন রাত এক সঙ্গে আছি।

এমন সময় অলিভায়া অনুচরবর্গসহ এসে দেখা দিলেন।

অশিনো তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ঐ জমিদার নন্দিনী আসছেন।

—কিন্তু তুমি কি পাগল হয়েছ আন্তনিয়ো। তিন মাস ধরে এই কিশোর আমার সেবা করছে। আচ্ছা ওকথা পরে হবে রক্ষীদের দিকে চেয়ে আদেশ দিলেন—ওকে অন্তরালে নিয়ে যাও!

অলিভিয়া অশিনোকে দেখে অভিবাদন করে বললেন, প্রভু কি প্রয়োজনে এসেছেন? অলিভিয়াকে কি আজ্ঞা করছেন?

তারপর ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বললেন, সিজারিয়ো, তুমি তোমার কথা রাখনি!

ভায়োলা শুধালেন, কি কথা দেবী?

অশিনো ডাকলেন—সুন্দরী।

সিজারিয়ো, কি তোমার বক্তব্য বল—কৈফিয়ৎ দাও। অলিভিয়া

দাবি জানালেন। তারপর অর্শিনোর দিকে তাকিয়ে বললেন,—কি আদেশ ?

ভায়োলা বললেন, প্রভুই বলবেন। আমার কর্তব্য আমাকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রভু, অলিভিয়া বললেন, যদি সেই প্রেমের পুরানো কথা বলতে চান, সে তো আমার কানে অপ্রিয়ই ঠেকবে। সঙ্গীতের পরে যে শূন্যতা আসে, সেই শূন্যতা এনে দেবে।

এখনো তুমি নিষ্ঠুরা ? অর্শিনো বলে উঠলেন।

আমি স্থির, নিষ্ঠুরা তো নই। অলিভিয়ার শান্ত স্বর ঝরে পড়ল।

অভদ্র তুমি! অর্শিনো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন। তোমার ঐ অশুভ বেদীমূলে আমার হৃদয় তার শ্রেষ্ঠ আহুতি দিয়েছে—এমন ভালবাসার অর্ঘ্য তো আর সে পায়নি! অথচ কি হল! এখন আমি কি করব ?

আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন! অলিভিয়া মৃদুস্বরে বললেন।

হ্যাঁ তাই করব। কেন করব না? আমার তো সে হৃদয় আছে। মিশরী দস্যুর মতো যাকে ভালবাসি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করতে যদি পারতাম তো করতাম। আমার কথা শোন সুন্দরী, আমার ভালবাসা তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, আমার স্থান কে অধিকার করে নিয়েছে তাও জানি। যাকে তুমি ভালবেসেছ, তার হৃদয় তো মর্মর পাথরে গড়া, সে তো অত্যাচারী। আমি জানি, ঐ দাসকে তুমি ভালবাস। আমি তোমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেব। এস, বালক, চলে এস! আমার এখন পাপ মন, আমি এই মেষ শিশুকে ভালবাসি, কিন্তু তাকে আমি বলি দেব। তার মন তো ঘুঘুর বুকে কৃষ্ণ কুটিল বায়সের মতো।

অর্শিনো চলে যেতে উদ্যত। ভায়োলাও তাঁর অনুগামী।

ভায়োলা চলে যাচ্ছেন দেখে, অলিভিয়া আর্তস্বরে ডাকলেন, কোথা যাও সিজারিয়ো ?

সিজারিয়ো-বেশী ভায়োলা বলল, যাঁকে ভালবাসি তাঁর সঙ্গে। যাঁকে আমার চোখ দু'টির চেয়ে, প্রাণের চেয়েও ভালবাসি তাঁর কাছে।

হায়, হায়, একি প্রতারণা! অলিভিয়া আর্তনাদ করে উঠলেন।

কে আপনাকে প্রতারণা করলে? ভায়োলা জিজ্ঞাসা করলেন। কে করলে অবিচার?

তুমি কি নিজের কথা ভুলে গেছ? অলিভিয়া বললেন। সে কি দীর্ঘ দিনের কথা? যাও, যাও, পাদ্রী-বাবাকে ডেকে আন।

অনুচরেরা চলে গেল অলিভিয়ার আদেশ পালন করতে।

অর্শিনো ভায়োলাকে ডাকলেন, চলে এস!

অলিভিয়া বলে উঠলেন, কোথায় যাবে প্রভু! সিজারিয়ো, স্বামী, তুমি থাক।

বিস্মিত হলেন অর্শিনো—স্বামী!

হ্যাঁ, স্বামী। উনিই কি তা অস্বীকার করতে পারেন?

স্বামী! ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি অর্শিনোর। তুমি স্বামী?

ভায়োলা বললেন, না, না, আমি নই!

অলিভিয়া কেঁদে উঠলেন, এ তোমার ভীরুতা, নীচতা; তুমি তোমার ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছ! সিজারিয়ো, ভয় পেয়ো না। তুমি মুক্তকণ্ঠে বল—নিজেকে আড়াল করে রেখো না!

পাদ্রী- বাবা এবার এসে ঢুকলেন। অলিভিয়া তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন পিতা, আপনার পবিত্রতার দোহাই পেড়ে বলছি—আপনি খুলে বলুন সব কথা। আমরা তো গোপন রাখতেই চেয়েছিলাম। বলুন—এই যুবক আর আমার মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে!

পাদ্রী বললেন, ভালবাসার শাশ্বত দলিলে ওঁরা স্বাক্ষর করেছেন, আর দু'জনের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে সে-মিলনকে আমি সুদৃঢ় করে দিয়েছি। দু'জনের অধরে-অধরে পবিত্র মিলন হয়েছে, তাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে অঙ্গুরীয় বিনিময়। আমিই এ অনুষ্ঠানের পুরোহিত। এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি।

অর্শিনো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, পাদ্রীকে গাল দিলেন, তারপর বললেন ভায়োলাকে, যাও—ওকে গ্রহণ কর! কিন্তু ঐ মুখ দেখাতে আর আমার সম্মুখে এস না!

ভায়োলা বিমূঢ়, তিনি তবু বলে উঠলেন—প্রভু, আমি প্রতিবাদ করছি।

অলিভিয়া বলে উঠলেন, মিথ্যা প্রতিবাদ কোরো না। তুমি ভয় পেয়েছ।

এমন সময় স্যার আন্দ্রু এসে প্রবেশ করলেন। তিনি ভারি ব্যস্ত, ভারি ভীত। এসেই বললেন,

আরে বৈদ্য চাই—চাই ডাক্তার! স্যার টবির কাছে এখুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিন।

কেন কি হল? অলিভিয়া ব্যস্ত হয়ে শুধালেন।

আমার মাথা ফেটে চৌচির, আবার স্যার টবির মাথা থেকেও রক্তধারা ঝরছে। ঈশ্বরের দোহাই, বাঁচাও—বাঁচাও। বাড়িতে পালিয়ে থাকতে দিলে, আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড দেব।

কে একাজ করলে স্যার আন্দ্রু? অলিভিয়া আবার জিজ্ঞেস করলেন।

ঐ রাজার অনুচরটি - সিজারিয়ো না কি নাম। আমরা তাকে ভীরু ভেবোছলাম, কিন্তু সে সাক্ষাৎ সয়তান।

আমার অনুচর সিজারিয়ো এ কাজ করেছে? অবাক হলেন অর্শিনো।

স্যার আন্দ্রু ভায়োলাকে দেখে বললেন, এই তো ও এখানে। তুমি শুধু শুধু আমার মাথা ফাটালে, আমি তো স্যার টবির কথায় তোমাকে মেরেছিলাম।

ভায়োলা বললেন, আমাকে এ কথা বলছ কেন? আমি তো তোমাকে আঘাত করিনি। তুমিই তলোয়ার খুলেছিলে, আমি তো আঘাত করিনি!

হেঁয়ালী বেশ ঘন হয়ে উঠছে, এমন সময় স্যার টবি ও ভাঁড় এসে হাজির।

আন্দ্রু তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ঐ স্যার টবি আসছেন, আরো শুনতে পাবেন। উনি মাতাল না হলে তোমাকে ঠিক তুরমুস করে দিতেন।

অর্শিনো স্যার টবিকে শুধালেন, কি খবর ?

আমার মাথা ফাটিয়েছে—ডাক্তার চাই !

একি—কে এ কাণ্ড করলে ? অলিভিয়া চিৎকার করে উঠলেন।

যাও—ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও—শুশ্রূষা কর !

অলিভিয়ার আদেশে ফেবিয়ান স্যার টবি আর স্যার আন্দ্রুকে নিয়ে চলে গেল। ভাড়ও চলে গেল তাদের সঙ্গে। এবার এলেন সেবাস্তিয়ান।

তাঁকে দেখে সবাই অবাক, কারো মুখে কথা নেই।

সেবাস্তিয়ান এসেই অলিভিয়াকে বললেন, দেবি—তোমার আত্মীয়কে আমি আঘাত হেনেছি। ও যদি আমার নিজের ভাই হোত, আমি তাকেও এমনি আঘাত করতাম। এ কি বিস্মিত কেন দেবী ? মনে হয় তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ। আমাকে ক্ষমা কর, আমার মধু-প্রিয়া, আমাকে ক্ষমা কর। এই তো এইমাত্র আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠল, তার কথা স্মরণ করে আমাকে ক্ষমা কর !

অর্শিনো অবাক হয়ে দেখছেন, এবার তিনি বলে উঠলেন, এক মুখ, এক কণ্ঠস্বর, একই বেশ—কিন্তু মানুষ দু'টি !

সেবাস্তিয়ান অন্তরালে আন্তনিয়োকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে এলেন।

আন্তনিয়ো, আমার বন্ধু আন্তনিয়ো ! তোমাকে হারিয়ে আমার কি করে সময় কেটেছে—তা যদি জানতে !

আন্তনিয়ো বিস্মিত, সে বলে উঠলো—সেবাস্তিয়ান, তুমি !

আন্তনিয়ো—সন্দেহ করছ ?

আন্তনিয়োর সন্দেহের ঘোর তো তাতে কাটলো না। সে বললে, কি করে নিজেকে দু'টিভাগ করে ফেললে বন্ধু ? আপেল দু'ভাগ করে কাটলেও তো এমনি এক হয় না—যেমন তোমরা দু'টিতে হয়েছ। সেবাস্তিয়ান কে বল ? আমি তো বেছে নিতে পারছি নে।

অলিভিয়া এতক্ষণ নির্বাক হয়ে ছিলেন বিস্ময়ে, এবার বলে উঠলেন, এ যে আশ্চর্য ব্যাপার !

সেবাস্তিয়ানও পুরুষের সজ্জায় সজ্জিত ভায়োলাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

আমি—আমি কি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি? আমার তো ভাই ছিল না—তাছাড়া আমার তো সর্বত্র বিরাজ করার যাদু জানা নেই। আমার ছিল এক বোন—মত্ত তরঙ্গ তাকে গ্রাস করেছে। ওহে যুবক, তুমি আমার কে হও বল? কোন দেশ তোমার, কি নাম, কিবা পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, বল?

ভায়োলা ভ্রাতাকে পেয়ে উৎফুল্ল, কিন্তু কৌতুকময়ীর রঙ্গ তো যায় না! তিনি বললেন, মেসালিনে আমার নিবাস, সেবাস্তিয়ান আমার পিতা। আর এক সেবাস্তিয়ান আমার ভাই। তিনি তো সলিল-সমাধি লাভ করেছেন। যদি অশরিরী আত্মা দেহ ধারণ করতে পারে, তাহলে আপনি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছেন।

সেবাস্তিয়ান উত্তর দিলেন, আত্মাই বটে! কিন্তু জন্ম থেকে এই আমার সাজ। যদি তুমি নারী হও, তাহলে তোমার নাম আমি ভিজিয়ে দেব আমার চোখের জলে; বলব—এস, এস, এস আমার নিমজ্জিতা ভগিনী ভায়োলা!

ভায়োলার রঙ্গ তখনো যায় না, তিনি বললেন, আমার বাবার ভ্রূর উপরে ছিল একটি জড়ুল।

আমার বাবারও ছিল, সেবাস্তিয়ান জানালেন।

আমার বয়স যখন তেরো বছর তখন তিনি মারা যান, ভায়োলা বললেন।

সে দিনের স্মৃতিও তো আছে আমার মনে। সেবাস্তিয়ান রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন।

ভায়োলা এবার রঙ্গ ত্যাগ করে বললেন, পুরুষের এই পোশাক ছাড়া আর কিছু তো আমাদের অসুখী করতে পারবে না। আমাকে এখন জড়িয়ে ধোরো না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থান, কাল, অদৃষ্ট না প্রমাণ করে দেয়—আমি ভায়োলা—ততক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়ে থাক। আর প্রমাণ দেবার জন্য আমি এই সহর থেকে এক ক্যাপটেনকে নিয়ে আসব। তার কাছে রয়েছে

আমার কুমারী বেশ। তারই সাহায্যে আজ আমি এই মহান রাজার ভৃত্য—তারপরে যা কিছু ঘটেছে, জানেন এই ভদ্র মহিলা আর রাজা।

সেবাস্তিয়ান অলিভিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন তাহলে তোমার ভুল এবার প্রমাণিত হল। প্রকৃতি তোমাকে ভায়োলার দিকে আকৃষ্ট করেছিল, আর সেই আকর্ষণে তোমাকে নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হোত। কিন্তু তুমি তো প্রতারিত হওনি, একই সঙ্গে এক কুমারী আর এক কুমারের কাছে বাগদত্তা হয়েছিলে।

অর্শিনোর নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হল, তিনি বলে উঠলেন, যুবক তুমি অবাক হোয়ো না। জলে ডুবল জাহাজ, কিন্তু সে তো সৌভাগ্য নিয়ে এল। সে সৌভাগ্যের আমিও হয়ত অংশীদার হতে পারি।

ভায়োলাকে উদ্দেশ করে এবার বললেন—বালক, তুমি সহস্রবার বলেছ, —তুমি আমাকে যতখানি ভালবাস, ততখানি কোন মেয়েকে ভালবাস না।

ভায়োলা মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, আমি আবার তা হলফ করে বলতে রাজি। আর সেই প্রতিশ্রুতি তো রবে সূর্যের মত চিরদিনই দীপ্যমান।

হাতে হাত দাও ভায়োলা! তোমাকে নারী বেশে দেখব এই আমার কামনা—প্রেমসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন আর্শিনো।

ভায়োলা বললেন, যে ক্যাপটেন আমাকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন, তাঁর কাছে আছে আমার কুমারীর বেশ। সে নাবিক বন্দী, ম্যালভলিয়ো এনেছে তার বিরুদ্ধে নালিশ।

অলিভিয়া বললেন, তোমার নাবিক মুক্তি পাবে। নেপথ্যে তাকিয়ে তিনি বললেন, ম্যালভলিওকে নিয়ে এস! ওর মাথা নাকি বিগড়ে গেছে।

ভাঁড় একখানা চিঠি নিয়ে এমন সময় এল, সঙ্গে ফেবিয়ান।

অলিভিয়া তাদের দেখে শুধালেন, কেমন আছে ম্যালভলিও?

ভাঁড় উত্তর দিলে, সে শয়তানকে যথাশক্তি ঠেকিয়ে রেখেছে। আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে। আজ ভোরেই আপনাকে দিতাম, কিন্তু পাগলের চিঠি তো আর মন্ত্র নয়—তাই যখন হোক দিলেই হল।

চিঠি খুলে পড় তো। অলিভিয়া আদেশ দিলেন।

চিঠি পড়তে লাগল ভাঁড় :—

ঈশ্বরের নামে বলছি, তুমি আমার উপর যে অবিচার করছ—দুনিয়া তা জানবে। আমাকে আঁধারে বন্দী করে রেখেছ, তোমার মাতাল খুড়ো আমাকে শাসন করছেন। আমার কিন্তু তোমারই মতো জ্ঞান আছে। তোমার চিঠিতে যা হুকুম করেছ, তাই করছি। তাতো আমি ঠিক করেছি। না, তুমি লজ্জিত হলে তা বুঝতে পারছি না! আমার কর্তব্য থাক, আমি আমার প্রতি অবিচারের কথা বলব।

—যার উপর পাগলের মত ব্যবহার করা হয়েছে—সেই ম্যালভলিয়ো।

অলিভিয়া জিজ্ঞেস করলেন—এ ওর নিজের লেখা ?

হাঁ, ঠাকরুণ, ভাঁড় উত্তর দিলে।

অর্শিনো বললেন, এ তো পাগলামির লক্ষণ নয় !

অলিভিয়া আদেশ দিলেন, ওকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে এস ফেবিয়ান !

ফেবিয়ান আদেশ পালন করতে চলে গেল।

এবার অলিভিয়া রাজা অর্শিনোর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রভু আমাকে পত্নী নয়, ভগ্নী বলে গ্রহণ করুন। এক দিনে কি কাণ্ডই না হয়ে গেল। আসুন প্রভু, আমার গৃহে আসুন! আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন

অর্শিনো সানন্দে গ্রহণ করলেন নিমন্ত্রণ। বললেন, আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। তারপর ভায়োলাকে বললেন, তোমার প্রভু তোমাকে বিদায় দিলেন সিজারিয়ো। তুমি আমার সেবা করেছ, নারীকে যা শোভা পায় না তাও করেছ। এ কাজ তো তোমার উচ্চবংশ আর কোমল তনুর বিরোধীই ছিল। আমাকে বহুদিন প্রভু ডেকেছ, তাই আমার হাতে হাত দাও। আজ থেকে তুমি হবে তোমার প্রভুর প্রভু।

অলিভিয়া বলে উঠলেন, আর আজ থেকে তুমি আমার ভগ্নী।

ম্যালভলিয়োকে নিয়ে এমন সময় এসে হাজির হল ফেবিয়ান।

এই কি সেই পাগল ? অর্শিনো শুধালেন।

এই সেই—উত্তর দিল ফেবিয়ান।

অলিভিয়া বললেন, কি ব্যাপার ম্যালভলিয়ো ?

ম্যালভলিয়ো উত্তর দিলে, দেবি, আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন, ঘোর অবিচার !

তাই কি ম্যালভলিয়ো ? না।

হাঁ, করেছ ! ঐ চিঠি পড়ে দেখ ! এখন অস্বীকার করোনা, তোমার হাতের লেখা নয় ? বলো—না, ও তোমার সীলমোহর নয়, তোমার লেখা নয় ! না, না, তা তুমি বলতে পারবে না। তাহলে বল, কেন আমার প্রতি এই স্পষ্ট ভালবাসা দেখালে ? কেন আমাকে হলদে মোজা আর গার্টার পরাতে চাইলে ? কেন টবি আর ভৃত্যদের উপর রূঢ় ব্যবহার করতে বললে ? আর তোমার আদেশ পালন করেছি বলে, কেন আমাকে বন্দী করে রাখলে ? অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম, পাদ্রী এলেন—এই প্রতারণায় কি লাভ হোল তোমার ?

অলিভিয়া বললেন, হায় ম্যালভলিয়ো, এ তো আমার হাতের লেখা নয় ! তবু স্বীকার করি—আমার হাতের লেখার মত বটে। এ নিশ্চয় মেরিয়ার লেখা। এখন মনে পড়ছে, ও-ই প্রথম বলে, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তারপরে চিঠির কথা-মতো তুমি অদ্ভুত সাজে হাসতে হাসতে এলে। এতে দুঃখ পেও না ! আমরা যখন এর কারণ কি, বা কে এর মূলে আছে জানতে পারব, তখন তুমিই হবে বাদী আর বিচারক।

ফেবিয়ান বললে, ঠাকরুণ, আমার এক আর্জি আছে। শুভলগ্ন এসেছে, এখন বিবাদ করে একে নষ্ট করে দিতে চাই না। আমি সব স্বীকার করছি। ম্যালভলিয়ো অভদ্র বলে আমরা সবাই মিলে এই ফন্দি এঁটেছিলাম। মেরিয়া চিঠি লিখল স্যার টবির অনুরোধে। তার বদলে স্যার টবি তাকে বিয়ে করেছেন। এতে শুধু মজা করে জব্দ করার অভিসন্ধি ছিল। প্রতিশোধস্পৃহা ছিল না, যদি ক্ষতির কথা বলেন, ওজন করে দেখলে দুপক্ষেরই তা সমান সমান হয়েছে।

অলিভিয়া ম্যালভলিয়োর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, হায় মূর্খ, তোমাকে ওরা কি প্রতারণাই করেছে !

ভাঁড় বললে, কেন? কেউ তো মহৎ হয়েই জন্মায়, কেউ বা মহান্ কীর্তি অর্জন করে, আবার কারো কারো উপর মহত্ব ছুড়ে দেওয়া হয়। আমিও এই কাহিনীতে ভাগ নিয়েছি, মহৎও হয়েছিলাম। আমি ছিলাম স্যার তোপাস ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, 'আমি মূর্খ, কিন্তু পাগল নই! কিন্তু আপনার কি মনে আছে ঠাকরুণ সেই কথা—ঠাকরুণ, বাঁজা বদমাসের কথা শুনে হাসছেন কেন? আপনি না হাসলে, ওর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে—ও বোবা বনে যাবে।'

অমনি চিমটি-কাটা টিপ্পনী শুনে ম্যালভোলিয়োর একটু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে হয়েছিল—তার বেশি কিছু নয়। সময়ের আবর্তে প্রতিশোধ তো নেওয়া হল।

ম্যালভলিয়ো চেঁচিয়ে উঠল, তোমাদের সকলের উপরে প্রতিশোধ নেব তবে ছাড়ব!

সে ছুটে চলে গেল।

অর্শিনো বললেন, তোমরা ওর সঙ্গে সঙ্গে যাও, ওকে সান্ত্বনা দাও। তখনো ক্যাপ্টেনের কথা ও বলেনি। যখন তা জানা যাবে, আসবে সোনার মুহূর্ত্ত—তখন আমাদের দুই আত্মার মিলন হবে। ওগো ভগ্নী, আর তো আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। সিজারিয়ো, চল! যতক্ষণ পুরুষ বেশে আছ, ততক্ষণ তুমি তো তাই। যখন অন্য সাজে তোমাকে দেখব— তুমি হবে অর্শিনোর কর্ত্রী—তাঁর কল্পলোকের রাণী!

সবাই একে একে চলে গেল, রইল শুধু ভাঁড় ফেস্তে। সে এবার গেয়ে উঠল গান—

ছোট ছিলাম যখন আমি ভাইরে
তখন বাতাস বৃষ্টি বইতো জোরে।
খেলনা ছিল বোকামি মোর
ঝরত বাদল রোজ দিনভোর।
হেইয়ো হেইয়ো—হেইয়ো।

যখন এল যৌবন রে ভাই
সো-সো বাতাস-বাদল সাঁই সাঁই
চোর দেখে ভাই দুয়ার দিও এঁটে।

রোজ বৃষ্টি ঝুর ঝুরিয়ে মরে মাথা কুটে।
যখন এল বৌটি রে ভাই
সো, সো বাতাস বাদল সাঁই-সাঁই
মদের নেশায় বিভোর হয়ে কাটত না দিন
ফুরফুরিয়ে
রোজ বৃষ্টি ঝরত তখন ঝরঝরিয়ে।

যখন যেতাম শয়নে ভাই
বাদল বাতাস সাঁই সাঁই
তখন নেশা থাকত লেগে, কাটত আমার ছটফটিয়ে
রোজ বৃষ্টি আসত তখন ঝরঝরিয়ে।
অনেক দিন হল
দুনিয়া শুরু হল,
বাদল তো নামল ভাই
বাতাস বহে সাঁই সাঁই
যাক গে সেকথা
নেইক মাথাব্যথা
আমার পালা ফুরালো
নটে আছটি মুড়ালো।

আমরা আবার আসবো
রোজ খুশি করব
সো, সো বাদল বাতাস নামে রে
সাঁই সাঁই যাইরে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ

অনুবাদক—অশোক গুহ

১।	রোমিও জুলিয়েট	১৩।	উইটার্স টেল
২।	জুলিয়াস সীজার	১৪।	টিমন অফ্ এথেন্স
৩।	য়্যাজ ইউ লাইক ইট	১৫।	কমেডি অফ্ এরর্স
৪।	এ মিড্ সামার নাইটস্ ড্রীম	১৬।	অ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা
৫।	দি টেম্পেষ্ট	১৭।	মাচয়্যাডো য়্যাবাউট নাথিং
৬।	ম্যাকবেথ	১৮।	টু জেণ্টেলম্যান অফ্ ভেরোন
৭।	মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস	১৯।	মেজার ফর মেজার
৮।	ওথেলো	২০।	কোরিওলেনাস
৯।	টেমিং অফ দি শ্রু	২১।	সিম্বেলিন
১০।	হ্যামলেট	২২।	রিচার্ড দি থার্ড
১১।	কিং লিয়ার	২৩।	কিং জন
১২।	টুয়েলফথ্ নাইট	২৪।	হেনরী দি এইটথ্

প্রত্যেকটি খণ্ডের মূল্য দুই টাকা।